পাঞ্জেরী সচিত্র কিশোর ক্লাসিক সিরিজ

ওয়াশিংটন আর্ভিং

স্লিপি হলোর কিংবদন্তি ও অন্যান্য গল্প



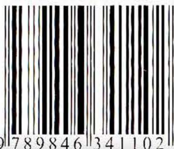
বয়স ১৩+

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

ওয়াশিংটন আর্ভিং

স্লিপি হলোর কিংবদন্তি ও অন্যান্য গল্প

স্কুল শিক্ষক ইচাবড ক্রেনের প্রবল আগ্রহের বিষয় হলো ভূত-প্রেত। তিনি থাকেন রহস্যময় ছোট্ট এক শহর স্লিপি হলোতে। শহরের বাসিন্দারা বলেন গভীর রাতে এই শহরের রাস্তা ধরে ছুটে চলে ভৌতিক এক ঘোড়সওয়ার। অনেকেই মুণ্ডহীন এই লোকটাকে দেখে শিউরে উঠেছে। ইচাবডের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেল স্লিপি হলোর ঘোড়সওয়ার। আঁধার এক রাতে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর পিছু নিল ভয়াল এই ছায়ামূর্তি।


ISBN 984634110-5
9 789846 341102


পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

প্রিয় কিশোর-কিশোরী বন্ধুরা,
বিশ্বখ্যাত ক্লাসিকগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজিতে এবং বড়দের জন্যে লেখা। তাই সেগুলো তোমাদের সহজে পড়া হয়ে ওঠে না। এ কারণেই তোমাদের জন্যে আমাদের এ প্রয়াস। বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের সেরা রচনাগুলো তোমাদের উপযোগী ভাষা ও পাতায় পাতায় ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমাদের এ সিরিজের বইগুলো পড়ে তোমাদের এক দিকে যেমন হবে সৃজনশীলতার বিকাশ, অন্যদিকে পাবে বিশ্বসাহিত্যের বিশ্বসেরা ফিকশনগুলো পাঠের আনন্দ।



সচিত্র কিশোর ক্লাসিক সিরিজ-২৭

স্লিপি হলোর কিংবদন্তি ও অন্যান্য গল্প

(The Legend of Sleepy Hollow and other Stories)

মূল : ওয়াশিংটন আর্ভিং

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু





পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

www.panjeree.com

প্রকাশক
পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৪৩ (পুরাতন ১৬), শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা ১২১৭
ফোন : ৭১২৬২৭৪, ৯৩৩৫৮২৬, ৯৩৬০০৯৪, ৮৩৬০০০৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩১৩০০৬, ই-মেইল : info@panjeree.com

প্রকল্প সম্পাদক
মাসুদ আশরাফ

সম্পাদনা
নিলয় নন্দী

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

দ্বিতীয় সংস্করণ
অক্টোবর, ২০০৯

প্রচ্ছদ
সুমন ওয়াহিদ

অঙ্গসজ্জা
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

পরিবেশক
ভারত : শিশু সাহিত্য সংসদ (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা
যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ৫৩.০০ টাকা

Sleepy Hollower Kingbadanti O Onnano Golpo (The Legend of Sleepy Hollow and other stories) a fiction by **Washington Irving**, specially adapted version for young readers in Bengali by **Anish Das Apu**.Project Edited by **Masud Ashraf**, Published by **Panjeree Publications Ltd**, 43 (Old 16) Shilpacharya Zainul Abedin Sarak, Shantinagar, Dhaka-1217
Indian Distributor : Shishu Sahitya Samsad Pvt. Ltd, Kolkata
U.K. Distributor : Sangeeta Ltd, 22 Brick Lane, London
First published : February 2007, Second Edition : September 2009.
Price : Taka 53.00, **US$ 5.00**

ISBN : 978 98463 4110 2

সূচিপত্র



লেখক পরিচিতি

নিউইয়র্ক শহরে ১৭৮৩ সালে ওয়াশিংটন আর্ভিং জন্মগ্রহণ করেন। এগারোজন ভাইবোনের সংসারে সর্বকনিষ্ঠ আর্ভিং। তাই পিতামাতা সন্তানের নামের শুরুতেই দেশের প্রথম প্রেসিডেন্টের নামানুসারে 'ওয়াশিংটন' শব্দটি জুড়ে দেন। তখন আমেরিকা সবেমাত্র ব্রিটেনের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই আর্ভিং ভৌতিক কাহিনী, আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আগ্রহ যে বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা কিন্তু নয়। বাড়িতে ভাইবোনদের নিয়ে বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করতেন। হাডসন নদীর উপত্যকা আর ক্যাটসকিল পর্বত আর্ভিংকে সব সময় আকৃষ্ট করত। তাই সময় পেলেই শহর থেকে বিশ মাইল উত্তরে টেরিটাউনে আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যেতেন। সম্ভবত এখানেই তিনি ডাচ পরিবারের ভূতের কাহিনী শুনেছেন আর এর আলোকেই লেখেন 'দি লিজেন্ড অব স্লিপি হলো'। লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রথম দিকে তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তিনি 'দি স্কেচবুক' নামক সংকলনটিতে 'রিপ ভ্যান উইংকেল' ও 'দি লিজেন্ড অব স্লিপি হলো'র মতো বিখ্যাত কাহিনীগুলো অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সময় আমেরিকার পাঠকরা ইউরোপিয়ান সাহিত্যের প্রতি বেশি অনুরাগী ছিল। কিন্তু আর্ভিংয়ে 'দি স্কেচ বুক' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়। আর্ভিং তাঁর সাহিত্যজীবনের অনেক সময় ইউরোপে কাটান। জীবনের শেষ দিকে আমেরিকায় ফিরে আসেন এবং স্লিপিহলোর নিকটবর্তী টেরিটাউনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। 'নিউ ইয়র্কের মজার কথা' এবং 'জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী' তাঁর লেখা দুটি উল্লেখযোগ্য বই। বই দুটিতে তিনি প্রচুর ছবি ও গল্প সংযোজন করেন। ওয়াশিংটন আর্ভিং একজন সফল সাহিত্যিক হিসেবে সর্বস্তরের পাঠকের কাছে ছিলেন সমানভাবে সমাদৃত।



অগ্নিকুণ্ডের সামনে গোল হয়ে বসে ওরা গল্প করে রহস্যময় এক ব্যক্তিকে নিয়ে

স্লিপি হলোর কিংবদন্তি

এক

ঝড়ো অন্ধকার রাতগুলোতে স্লিপি হলোর বাসিন্দারা অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে গল্প করতে থাকে। অধিকাংশ সময়ই তাদের গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে

ওঠে রহস্যময় এক ব্যক্তি। আশেপাশের রাস্তায় অনেকেই দেখেছে লোকটাকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াতে। জানালার পাল্লায় থাবা বসায় ঝড়ো হাওয়া আর আগুনের পাশে বসে থাকা লোকগুলোর ভৌতিক গল্প জমে ওঠে।

'লোকটা এক অশ্বারোহী হেসিয়ান সৈনিক,' বলে একজন, 'বিপ্লব-যুদ্ধে মাথা হারিয়েছে সে। কামানের গোলায় উড়ে গেছে মুণ্ড।'

'লোকটা আসলে পিশাচ,' শিউরে ওঠে অপরজন, 'এ এলাকার সমস্ত অপশক্তির রাজা।'

লোকটা যে কে বা কী, তা আসলে কেউই জানে না। যদিও গভীর রাতে চাষাভুষোদের অনেকেই দেখেছে শক্তিশালী স্ট্যালিয়নের পিঠে চেপে বিশালদেহী ভয়ঙ্কর একটা মূর্তি নিস্তব্ধতা ভেঙে খটখটিয়ে ছুটে চলেছে। লোকে রহস্যময় মূর্তিটির নাম দিয়েছে মুণ্ডহীন ঘোড়সওয়ার।

'লোকটার মুণ্ডহীন দেহ কবর দেওয়া হয়েছে গির্জায়', জানায় একজন, ভাব দেখায় যেন এসব খবরাখবর সে ভালোই রাখে। 'রাতের বেলা বেরিয়ে পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। ওখানেই খুন হয়েছিল সে। যুদ্ধক্ষেত্রে যায় নিজের কাটা মুণ্ডর খোঁজে। ভোররাতে রাস্তায় বেরুলে দেখতে পাবে ঘোড়সওয়ার তীরের বেগে ছুটে চলেছে হলো দিয়ে। সকাল হবার আগেই তাকে ফিরে যেতে হয় কবরে।'

ভৌতিক চরিত্র নিয়ে রোমাঞ্চকর এ গল্প মনোযোগ দিয়ে যারা শুনত তাদের একজন ইচাবড ক্রেন। ক্রেন শহরের স্কুলে মাস্টারি করে। ভূত-প্রেতের প্রতি তার আগ্রহ প্রবল। এ বিষয়ে তার পড়াশোনাও আছে বিস্তর।

সারস পাখির সাথে ইচাবডের চেহারার বেশ একটা মিল আছে। এজন্যেই বোধহয় তার পদবি ক্রেন। সে খুব লম্বা, রোগা; টিংটিঙে হাত-পা, হাতজোড়া হাঁটু ছাড়িয়েছে, চওড়া পায়ের পাতা কোদালের মতো। হাড্ডিসার লম্বা ঘাড়টার ওপরে বসানো ছোট একটি মাথা। ইচাবডের কান দুটো বিরাট, নাকটা এমনই লম্বা এবং খাড়া যে, হাওয়াকলের কথা মনে করিয়ে দেয়। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলে ইচাবডকে নাকি শস্যক্ষেতের কাকতাড়ুয়ার মতো লাগে।



ইকাবড ক্রেন শহরের স্কুলে মাস্টারি করে

স্লিপি হলো হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ জায়গাগুলোর একটি। হাডসন নদীর ধারের একটি উপত্যকা এটি। এমন নির্জন, সুনসান আর স্বপ্নময় এলাকা খুব কমই রয়েছে। কারও কারও ধারণা, এক জার্মান ডাক্তার, সে ডাকিনীচর্চা করত, অনেক দিন আগে স্লিপি হলো-তে সে নাকি জাদু করে গেছে। আবার কারও মতে, এক ইন্ডিয়ান জাদুকর জাদু



এটা একটা ভুতুড়ে জায়গা

করেছে এখানে। এ ঘটনা ঘটেছে হেনরি হাডসন এদিকে আসার বহু আগে। উল্লেখ্য, হেনরি হাডসনের নামে হাডসন নদীর নামকরণ করা হয়েছে।

'এটা একটা ভুতুড়ে জায়গা,' এক রাতে ইচাবডকে ফিসফিস করে বলল বুড়ো এক চাষা, 'এ অঞ্চলে অগণিত উল্কাপাত হয়, খসে পড়ে তারা।

এখানে তোমার ঘুমের মধ্যে ঢুকে পড়বে ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্ন।

দিনের বেলা অবশ্য ভূত- প্রেত নিয়ে ভাবার অবকাশ নেই ইচাবডের। সে তখন নিজের স্কুল নিয়ে ব্যস্ত। তার স্কুলে একটিমাত্র ঘর। স্কুলঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় শোনা যায় ছাত্ররা উঁচু গলায় বাল্যশিক্ষা পড়ছে। আবার কখনও শপাং শপাং বেতের ঘা মারার শব্দ ভেসে আসে। শিক্ষক অবাধ্য ছাত্রকে পিটাচ্ছে।

তবে ইচাবড একান্ত বাধ্য না হলে ছাত্রের গায়ে হাত তোলে না। ছাত্র যদি বেজায় দুর্বল হয় আর শিক্ষকের হাতের বেত দেখে ভয়ে কেঁদে ওঠে ভ্যাঁ করে, তা হলে মন নরম হয়ে যায় ইচাবডের। ছাত্রকে চোখ রাঙিয়ে, দু-চারটা কড়া কথা শুনিয়ে ছেড়ে দেয় সে। তবে পাজির পা ঝাড়া দু-একটা ছাত্রকে ধরে পেটাতেই হয়। বেত মারার পরে ইচাবড যুক্তি দেখায়, প্রহার করা হয়েছে ছাত্রের মঙ্গলের জন্যেই।

ইচাবড তার ছাত্রদেরকে পছন্দ করে। স্কুল ছুটির পরে তাকে দেখা যায় ছাত্রদের নিয়ে মেতে উঠেছে খেলায়। ছোটদেরকে সে বাড়িও পৌঁছে দেয়, বিশেষ করে সেই ছাত্রের বড় বোন যদি সুন্দরী হয়, কিংবা মা ভালো রান্না করতে পারেন।

ইচাবড তার ছাত্রের পরিবারের সাথে সবসময় সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে। এ ছাড়া উপায়ও নেই। কারণ বেতন এত কম পায় যে তা দিয়ে তিন বেলা পেট চালানো কষ্টকর।

'আজকের ডিনারে কী থাকছে?' প্রথমেই এ প্রশ্নটা করবে ইচাবড। রোগাপটকা হলে কী হবে, অ্যানাকোন্ডা সাপের মতোই পেটুক সে। প্রচুর খেতে পারে।

ইচাবড একেক সপ্তাহ একেক পরিবারে থাকে। লজিং মাস্টারের মতো। বছরব্যাপী সারা গাঁয়ের প্রতিটি পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করা হয়ে যায় তার। তার সঙ্গে মালপত্তরও বেশি নেই। একটা লাঠির ডগায় বড় একটা গামছার মধ্যে বাঁধা থাকে ইচাবডের যাবতীয় জিনিসপত্র।

ওই সব দিনে চাষাভুষোরা ভাবত স্কুলের খরচ অযথাই বেশি। তা ছাড়া পড়াশোনা কিছু হয় না। মাস্টাররা খালি নাক ডেকে ঘুমায়। তবে ইচাবড



স্কুল ছুটির পরে তাকে দেখা যায় ছাত্রদের নিয়ে মেতে উঠেছে খেলায়

যে অলস প্রকৃতির শিক্ষক নয় তা বোঝাতে সে যেসব বাড়িতে লজিং থাকত, তাদেরকে নানা কাজে সাহায্য করত। চাষিদের সাথে মিলে মাঠ থেকে খড় তুলে আনত ইচাবড, বেড়া বাঁধতে সাহায্য করত, ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়াত, মাঠে গরু নিয়ে যেত চড়াতে, শীতের জ্বালানির জন্যে বন থেকে কাঠ কেটেও আনত।



ইচাবড একেক সপ্তাহ একেক পরিবারে থাকে

'বাচ্চা ভেড়াগুলোর দেখাশোনা আমিই করতে পারি,' বলত সে ছাত্রের মায়েদেরকে। সে এক বাচ্চাকে হাঁটুর ওপরে বসিয়ে রেখে একইসঙ্গে আরেক বাচ্চার দোলনায় দোল দিয়ে যেত পা দিয়ে।

ইচাবড খুব পছন্দ করত শীতের রাতে আগুনের সামনে বসে চাষিবউদের কাছে ভূতের গল্প শুনতে। উল বুনতে বুনতে কিংবা আগুনে আপেল ঝলসাতে ঝলসাতে চাষিবউরা ভূত-প্রেতের গল্প বলত।


সে শীতের রাতে আগুনের সামনে বসে চাষিবউদের কাছে ভূতের গল্প শোনে

‘ওই মাঠটা কিন্তু ভূতুড়ে,’ মন্তব্য করত একজন।

‘ওই সেতুর নিচে একটা ভূত থাকে,’ বলত আরেকজন, ‘নিজের চোখে ভূতটাকে দেখেছি আমি।’

ইচাবড নিজেও ভূতের গল্প জানত। ডাকিনীচর্চার ওপরে প্রচুর বই পড়েছে সে। মাঝে মাঝে এসব গল্প বলে সে। ঐসব অশিক্ষিত লোকগুলোকে এই কথা বলে সে চমকে দিত যে, পৃথিবী বন বন করে ঘুরছে। তারা এটা শুনে হতবাক হয়ে যেত যে না জেনেই তারা দিনের অন্তত অর্ধেক সময় মাথা নিচে দিয়ে পৃথিবী থেকে ঝুলছে!

চিমনির ধারে বসে এসব গল্প বলার মজাই আলাদা। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে, ফট ফট করে ফাটতে থাকা কাঠের আগুনে ঘরটা আলোকিত হয়ে ওঠে। দেয়ালে আলো-আঁধারির খেলা। ভূতের গল্প বলার বা শোনার এরকম মোক্ষম পরিবেশ আর হয় না।

তবে ভূতের গল্প শোনার পরে বাড়ি ফেরাটা একটু মুশকিলই হয়ে যায় ভিতু স্কুলমাস্টারের জন্যে। তার মাথায় তখন গিজগিজ করছে শত রাজ্যের ভৌতিক কাহিনী। তুষারঝরা সন্ধ্যায় একা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় মনে হয় পিছু নিয়েছে ভয়ঙ্কর আকৃতির ছায়ামূর্তি। দূরে কোনো বাড়ির জানালায় আলো দেখতে পেলে বুকের ধড়ফড়ানিটা বুঝি একটু কমে তার।

'ভাগ! আমার কাছ থেকে দূর হ!' চেঁচিয়ে ওঠে ইচাবড। যেটাকে ভূত ভেবে সে ভয় পাচ্ছিল ওটা আসলে বরফঢাকা ঝোপ ছাড়া কিছু নয়।

'কী ওটা?' আপন মনে ফিস ফিস করে ইচাবড। বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছে সে, জুতোর মচমচ শব্দ ছাপিয়েও মনে হয় আরেকটা কিসের যেন আওয়াজ শুনছে।

এমনই ভয় পেয়ে যায় ইচাবড, পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখার সাহসটুকু পর্যন্ত নেই। ভাবে ঘুরলেই দেখবে কেউ পিছু নিয়েছে তার। অবশ্য ইচাবডের সবচেয়ে বেশি ভয় একজনকে, চাষিবউরা যার নাম দিয়েছে 'স্লিপি হলোর মুণ্ডহীন হেসিয়ান।'

মাঝে মাঝে, যখন অনেক রাত হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে, অন্ধকার ছাওয়া উপত্যকা ধরে হাঁটছে ইচাবড, হঠাৎ শুনতে পায় শোঁ শোঁ আওয়াজ উঠেছে গাছে, দমকা একটা হাওয়া যেন ডালপালা ভেঙেচুরে ছুটে যায়।



মনে হয় পিছু নিয়েছে ভয়ংকর কোনো ছায়ামূর্তি

'ওটা বাতাস ছাড়া কিছু নয়,' নিজেকে অভয় দেয় ইচাবড। কিন্তু মন তাতে মানে না। মন বলে ওটা বাতাস নয়, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে সেই মুণ্ডহীন ঘোড়সওয়ার!



ইচাবড ক্রেন গানও শেখায়

দুই

স্কুলে পড়ানো আর যে বাড়িতে লজিং থাকে তাদের গৃহস্থালির কাজে খুঁটিনাটি সাহায্য করার পাশাপাশি ইচাবড ক্রেন গানও শেখায়। পাশের গ্রামের তরুণ-তরুণীদের গান শিখিয়ে দু পয়সা আয়-রোজগারও হচ্ছে তার।

প্রতি রোববার অত্যন্ত গর্বের সাথে শিক্ষানবিশ গায়কদের ছোট দলটিকে নিয়ে গির্জায় যায় ইচাবড। সেখানে প্রার্থনাসঙ্গীত পরিবেশন করে। তার কণ্ঠের জোর ছাপিয়ে যায় সবাইকে। 'আমার ধারণা পরে বন্ধুদেরকে বলে



মেয়ে ও মহিলামহলে তার রয়েছে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা

সে আজ সকালে আমাদের প্রার্থনা-সঙ্গীত সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। তোমাদের কী মনে হয়?' আধ মাইল দূর থেকেও ইচাবডের গানের গলা শোনা যায়। যদিও কেউ কেউ তার কণ্ঠ নিয়ে ঠাট্টা করে। বলে ইচাবড ক্রেনের গলার এমনই জোর পুরনো গির্জাতেও তার গানের সুর প্রতিধ্বনি তোলে।

শিক্ষিত ইচাবড তার রুচি এবং জ্ঞান নিয়ে গর্বিত, মূর্খ চাষাদের সমালোচনা সে থোরাই গ্রাহ্য করে। পাশের গ্রামের মেয়ে ও মহিলামহলে তার রয়েছে

যথেষ্ট জনপ্রিয়তা। ওই গ্রামে গেলে তারা ইচাবডকে নানানরকম কেক আর মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করে। সবচেয়ে দামি রুপোর টি-পট থেকে তাকে চা ঢেলে দেয়।

রোববার, গির্জা থেকে সোজা পাশের গাঁয়ে চলে যায় ইচাবড। যাবার পথে রাস্তার ধারে গাছে ফুটে থাকা আঙুর দিয়ে পকেট বোঝাই করে। মেয়েদেরকে খেতে দেয় ওই আঙুর। সমাধিস্তম্ভের কবরে লেখা বিভিন্ন এপিটাফ মুখস্থ শোনায় সে ওদেরকে। গম্ভীর গলায় বলে, 'এখানেই শুয়ে স্ত্রী আমার, শান্তিতে আছে সে; তাকে এখানেই থাকতে দাও, শান্তিতে আছি যে।' ইচাবডের কথা শুনে মেয়েরা হেসে কুটিপাটি।

ইচাবড মেয়েদেরকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে কারখানার পুকুরের ধারে, দূর থেকে ওদেরকে অনুসরণ করে অশিক্ষিত, ভীরু গ্রাম্য তরুণরা। তারা স্বভাবে ভেড়ার মতো লাজুক, মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস নেই। তারা ঈর্ষা নিয়ে দেখে পাশের গাঁয়ের ইচাবড কত সহজে তাদের গ্রামের মেয়েদের সাথে মিশছে, কথা বলছে।

মহিলাদের চোখে ইচাবড হচ্ছে মস্ত শিক্ষিত লোক। সে ওদেরকে পড়ে শোনায় নিউ ইংল্যান্ডের ডাকিনীচর্চার ইতিহাস। তার প্রিয় বিষয় হলো ডাইনি, পিশাচ, কালো ঘোড়া ইত্যাদি। এসবে গভীর বিশ্বাস ইচাবডের। অতিপ্রাকৃত গল্প পড়তে ভালোবাসে বলে স্লিপি হলোর ভূতপ্রেত নিয়েও তার আগ্রহের কমতি নেই। গল্প যত উদ্ভট এবং গা-ছমছমে হবে, উত্তেজনা ততই বাড়বে ইচাবডের।

স্কুল ছুটির পরে নদীর ধারে চলে আসে ইচাবড। শুয়ে শুয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে ভৌতিক গল্প-উপন্যাস। পড়তে পড়তে ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যা। প্রকৃতির প্রতিটি শব্দ তার উত্তেজিত মনে রোমাঞ্চ জাগিয়ে তোলে। পাহাড় থেকে ভেসে আসা পাখির কুঁইকুঁই ডাক, গেছো ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, পেঁচার তীক্ষ্ণ চিৎকার, এমনকি ঝোপের মধ্যে পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজেও ঘাড়ের পেছনের চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে যায় ইচাবডের।

জোনাকি পোকারাও ভীত করে তোলে তাকে। অন্ধকারে গুবরে পোকা গায়ে পড়লে আঁতকে উঠে দশ হাত দূরে ছিটকে যায় ইচাবড, যেন ডাইনি থাবা



এসব তরুণ স্বভাবে ভেড়ার মতো লাজুক

বসিয়েছে শরীরে। ভয় তাড়াতে প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইতে থাকে উঁচু গলায়। তার বিশ্বাস, ধর্মীয় গান শুনলে ভূত-প্রেত ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না।

'ওই যে ইচাবড ক্রেন যায়।' রাতের বেলা আগুনের ধারে বসে চাষা বলে তার বউকে, 'গান গাইছে শুনতে পাচ্ছ?'

ইচাবড ক্রেনের যত ভয় আর আতঙ্ক রাতকে ঘিরে, দিনের বেলা তার মতো সাহসী কেউ হয় না। ভুতুড়ে কল্পনার জগৎ নিয়ে বেশ আছে সে।


শুয়ে শুয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে ভৌতিক গল্প-উপন্যাস

তবে একদিন রাস্তায় এমন একজনের সাথে দেখা হয়ে গেল ইচাবডের যে কিনা রাজ্যের ভূত-প্রেত-দত্যি-দানোর চেয়েও বেশি ঝঞ্ঝাটে ফেলে দিল তাকে। সে একজন নারী।

তিন

'মিস ভ্যান ট্যাসেল,' ইচাবড ক্রেন বলল এক সন্ধ্যায়, 'আজ চমৎকার গান করেছেন আপনি। দারুণ উন্নতি হচ্ছে আপনার।'


মিস কাটরিনা ভ্যান টাসেল

ইচাবড তার ছোট গানের দলটির সাপ্তাহিক সঙ্গীত শিক্ষার আসর শেষ করেছে কিছুক্ষণ আগে। যে তরুণীকে উদ্দেশ্য করে সে কথাগুলো বলেছে, সেই মিস কাটরিনা ভ্যান টাসেল গভীর দৃষ্টিতে তাকাল ইচাবডের দিকে।

'ধন্যবাদ, মিস্টার ক্রেন,' বলল মেয়েটি, 'আপনি একটু বেশি বেশিই

বলছেন,' ভারি মিষ্টি করে হাসল সে। জবাবে ইচাবডও মধুর হাসল।

'আপনার বাবা-মাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন,' মেয়েটি বাড়ির পথ ধরলে তাকে বলল ইচাবড।

'অবশ্যই,' বলল তরুণী, 'আপনি আমাদের বাড়িতে এলে বাবা-মা খুব খুশি হবেন।'

এ কথা শুনে বারকয়েক ঢোক গিলল স্কুলমাস্টার। খুশিতে উদ্ভাসিত চেহারা। কাটরিনাকে যতক্ষণ দেখা গেল রাস্তায়, তাকিয়ে রইল তার দিকে। মেয়েটি মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচাবড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কাটরিনা।'

কাটরিনা ভ্যান টাসেল ওই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ডাচ কৃষকের একমাত্র কন্যা। সে তিতির পাখির মতো কমনীয়, তার নরম গোলাপি গালজোড়া বাগানের রসালো পিচি প ফলের মতো টসটসে। তার রূপের কথা ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের গ্রামগুলোতে। কাটরিনার বাবার প্রচুর টাকাপয়সা। উত্তরাধিকারসূত্রে সে-ই সমস্ত ধন-সম্পত্তির মালিক হবে একদিন।

তবে ইচাবডের মতো আর কেউ কাটরিনাকে রঙিন গ্লাসের চশমা দিয়ে দেখার সাহস করে না।

'ওই ঢঙি মেয়েটা?' এক চাষার বউ বাঁকা করে মুখ, 'ওর অভ্যাস তো খালি নানাজনের সাথে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ানো। সারাক্ষণ শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কীসব পোশাক পরে দ্যাখো!'

কাটরিনাকে গাঁয়ের অনেক চাষিবউ পছন্দ করে না তার কাপড়চোপড়ের ধরনের জন্যে। কাটরিনার পিতামহী নাতনিকে ইউরোপ থেকে সোনার গহনা বসানো অত্যন্ত দামি একটা জামা কিনে দিয়েছেন। তবে স্কার্টটি বেজায় খাটো। ওই সময় এত খাটো স্কার্ট কোনো মেয়ে পরত না। স্কার্ট কাটরিনার সুন্দর পায়ের পাতা আর গোড়ালি উন্মুক্ত করে রাখে। এটা অনেকের দৃষ্টিতে অশোভন।

প্রতিটি মেয়ের জন্যে হৃদয়ের কোণে মমতা জড়িয়ে আছে ইচাবডের। কাজেই কাটরিনার মতো সুন্দরী মেয়ের জন্যে যে তার অন্তর ব্যাকুল হবে,



কাটরিনাকে যতক্ষণ দেখা গেল তাকিয়ে রইল ইচাবড

তা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে কাটরিনা ধনী পরিবারের মেয়ে এবং সুন্দরী। তাই সে একদিন গেল ও বাড়িতে।

'আসুন, মাস্টার সাহেব,' ইচাবডকে দেখে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন বৃদ্ধ বালটুস ভ্যান টাসেল, 'কাটরিনা আপনার কথা অনেক বলেছে।



কাটরিনা ধনী পরিবারের মেয়ে এবং সুন্দরী

কাটরিনার বাবা আন্তরিকভাবে পিঠ চাপড়ে দিলেন ইচাবডের।

'ও ব-বলেছে?' বিড়বিড় করল ইচাবড, 'ওর মতো প্রতিভাবান ছাত্রী আমি আর দেখি নি। ওর কণ্ঠ দোয়েল পাখির মতো।'

'কাটরিনা বলেছে, আপনার মতো স্মার্ট যুবক নাকি সে দ্বিতীয়টি দেখে



কাটরিনার বাবা আন্তরিকভাবে পিঠ চাপড়ে দিলেন ইচাবডের

নি,' জানালেন ভ্যান টাসেল।

'তাই নাকি?' শুনে খুব খুশি ইচাবড।

ভ্যান টাসেল ইচাবডকে তাঁর খামারবাড়ি ঘুরে দেখার অনুমতি দিলেন।

হাডসন নদীর তীরে, চমৎকার একটি জায়গায় খামারবাড়িটি। গোলাঘরটি গির্জার মতোই প্রকাণ্ড, খড়ের গাদা আর শস্যে ভর্তি। গোলাঘরের ছাদে বসে মনের সুখে বাকবাকুম করে চলেছে অনেকগুলো পায়রা। মোটাসোটা শুয়োরগুলো অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে খোঁয়াড়ে। পুকুরে সাঁতার কাটছে ধবধবে সাদা রাজহাঁস আর পাতিহাঁসের দল। বড়সড় আকারের টার্কিগুলো মাটিতে পোকা খুঁটে খাচ্ছে। উঠোনে নধরকান্তি একটি রুস্টার নজর কেড়ে নিল ইচাবডের। গর্বিত ভঙ্গিতে বারকয়েক ডানা ঝাপটাল ওটা। তারপর নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। পোকা খাবে।

'কী দারুণ খামার আপনার!' ইচাবড বলল কাটরিনার বাবাকে, 'এখানকার বাসিন্দারাও দারুণ! বোঝাই যায় এদের খুব যত্নআত্তি করেন আপনি।'

আসলে খামারের বাসিন্দাদের দেখে জিভে জল এসে গেছে ইচাবডের। চোখের সামনে ভাসছে হ্যাম, বেকন, বিফ আর সসেজের চেহারা। শুয়োরগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল, এগুলোকে আপেল দিয়ে রোস্ট করা গেলে অতুলনীয় হবে। টার্কিগুলোকে সে কল্পনায় দেখছে ওভেন থেকে ভাজা হয়ে বাদামি রঙের চেহারা নিয়ে বেরুচ্ছে। রুস্টারটাকে দেখছে প্লেটের ওপরে রান্না করা অবস্থায় চিৎ করে শোয়ানো, শুধু ছুরি-কাঁটা নিয়ে ওটার ওপর হামলে পড়ার অপেক্ষা।

'ঠিকই বলেছেন আপনি,' বললেন খামারবাড়ির গর্বিত মালিক বালটুস ভ্যান টাসেল, 'দেখার চোখ আছে আপনার স্বীকার করতেই হয়। বাড়ি চলুন। আমার স্ত্রী আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

ভ্যান টাসেলের বাড়ির প্রতিটি কোনা দিয়ে উপচে পড়ছে প্রাচুর্য। বাড়ির বাইরে বড় বড় মাছ ধরার জাল ঝুলছে, বিরাট বস্তাভর্তি উল, সুতা কাটার জন্যে প্রস্তুত।

বাড়ির ভেতরে, দেয়ালে ঝুলছে রংবেরঙের ইন্ডিয়ান শস্য, শুকনো আপেল, পিচি প ফল আর লাল মরিচ।



কী দারুণ খামার আপনার!

'এটা আমাদের সবচেয়ে ভালো বৈঠকখানা,' ইচাবডকে বাড়ি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন মিসেস ভ্যান টাসেল। পালিশ করা কাঠের টেবিল আয়নার মতো চকচকে। কোনায় একটি কাঠের আলমারি। ওটার পাল্লা খুললেন ভদ্রমহিলা। ভেতরে রুপার তৈরি প্রচুর তৈজসপত্র।



এটা আমাদের সবচেয়ে ভালো বৈঠকখানা

ভ্যান টাসেল পরিবারের কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরল ইচাবড, মনের চোখে দেখতে শুরু করেছে এই দিগন্তবিস্তৃত শস্যের মাঠ, ফলের বাগান ইত্যাদি সবকিছু একদিন তার হবে।

'কে জানে,' আপন মনে বলছে ইচাবড, 'একদিন হয়তো আমি সবকিছু


ভবিষ্যৎ এখনই কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে ইচাবড

বিক্রি করে টাকাটা পশ্চিমে বিনিয়োগ করব। শুনেছি আজকাল নাকি ওখানে গেলে ফিরে যায় ভাগ্য।’

ভবিষ্যৎ এখনই কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে ইচাবড। দেখছে সে আর রূপসী কাটরিনা ওয়াগন নিয়ে টেনেসি কিংবা কেনটাকির উদ্দেশে যাত্রা করেছে। সাথে তাদের ছেলেমেয়েরাও।

তবে কল্পনায় ধনী, সুন্দরী নারীকে বিয়ে করা এক ব্যাপার আর বাস্তবে তার হৃদয় জয় করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

চার

ইচাবড পুরনো দিনের নাইটদের গল্প শুনেছে। গল্প শুনেছে যারা তাদের ভালোবাসার পাত্রীদেরকে রক্ষা করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। তারা লড়াই করতেন দানব ড্রাগন আর জাদুকরদের বিরুদ্ধে। পাথরের দেয়াল টপকাতেন তারা, লোহার গেট ভেঙে ঢুকে পড়তেন মাটির নিচের ঘরে যেখানে অসহায় মেয়েগুলো বন্দি হয়ে আছে।

'আমার কাজটাও ওই নাইটদের মতোই কঠিন,' আপন মনে নিজেকে শোনায় স্কুলমাস্টার 'সুন্দরী কাটরিনার হৃদয় জয় করতে হবে আমাকে। তবে মেয়েটি বড্ড অস্থিরমতি, যখন, তখন বদলে ফেলে সিদ্ধান্ত। জানি না ও সত্যি আমাকে নিয়ে ভাবছে, নাকি স্রেফ খেলা করছে।'

নাইটদের মতো ইচাবডেরও শত্রুর অভাব নেই। তবে তারা ড্রাগন বা দানব নয়, রক্তমাংসের প্রতিদ্বন্দ্বী। খামারে অনেক তরুণ আছে যারা কাটরিনাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল। এরা একে অপরকে ঈর্ষা করে, বিশেষ করে ইচাবড ক্রেনের মতো বহিরাগতের প্রতি তাদের হিংসাটা বেশি। ইচাবড জানে কাটরিনার মন জয়ের চেষ্টার কথা জানতে পারলে এরা সবাই তার বিরুদ্ধে দল বেঁধে লেগে পড়বে।

'আমি সবসময়ই লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত,' এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন প্রায়ই চেঁচিয়ে বলে এ কথা। তার নাম আব্রাহাম ভ্যানব্রান্ট, বন্ধুরা সংক্ষেপে ডাকে ব্রম। গায়ে অনেক জোর বলে সে আরেকটা নাম পেয়েছে ব্রম বোনস।

গাঁয়ের সবাই কালো, কোঁকড়ানো চুলের সুদর্শন ব্রমকে চেনে। তার অনেক সাহস, মজাও করতে পারে বেশ। আড্ডা মারতে ভালোবাসে ব্রম। তাকে সব সময় দেখা যায় খড়ের টুপি মাথায়, তাতে শেয়ালের লেজ ঝুলছে পেছন থেকে। রাতের বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে চলার সময় সবাই বুঝতে পারে দলবল নিয়ে কোথাও যাচ্ছে ব্রম বোনস। কোথাও হট্টগোল বা মারামারি বাঁধলে সবাই জানে এর মূল হোতা ব্রম।


তারা ড্রাগন বা দানব নয়, রক্তমাংসের প্রতিদ্বন্দ্বী

'তুমি যদি ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় ওকে দেখতে,' ইচাবডের বন্ধুরা ফিসফিস করে বলে ওকে, 'আর সে যদি কোনো কথা বলে ওটাকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেয় সকলে। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস করে না।'

বেপরোয়া এই যুবক তার নিজের জন্যে এরই মধ্যে একটা মেয়ে পছন্দ করে রেখেছে। আর মেয়েটি আর অন্য কেউ নয়, কাটরিনা ভ্যান



গায়ে অনেক জোর বলে সে আরেকটা নাম পেয়েছে ব্রম বোনস

টাসেল। মেয়েদের মন পাবার মতো গুণ নিজের আছে কি না তাই জানে না ব্রম বোনস। ভল্লুকের মতোই সে কর্কশ। কাটরিনাকে দেখলে মনে হয় সেও এক অধটু ব্রমকে পছন্দ করে।

ব্রম বোনসকে কাটরিনা ভালোবাসে এরকম একটা কথা চাউর হয়ে যাবার


সবাই বুঝতে পারে দলবল নিয়ে কোথাও যাচ্ছে ব্রম বোনস

পরে যারা কাটরিনাকে প্রেম নিবেদন করবে ভেবেছিল তারা সভয়ে কেটে পড়ল। দূর থেকেও ব্রমের ঘোড়া দেখলে তারা অন্য রাস্তা ধরে। ব্রমকে সবাই যমের মতো ভয় পায়।

ইচাবড জানত ব্রমকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। তবে



সন্ধ্যাবেলা কাটরিনাকে নিয়ে ইচাবড খামার ঘুরতে বেরুলে তাঁরা কিছুই মনে করেন না

সঙ্গীতশিক্ষক হিসেবে কাটরিনার সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগটা ভালোভাবেই নিচ্ছে সে। আর কাটরিনার বাবা-মাও খুশি হন ইচাবড বাড়ি এলে। সন্ধ্যাবেলা কাটরিনাকে নিয়ে ইচাবড খামার ঘুরতে বেরুলে তাঁরা আপত্তি করেন না।

দুজনে কী কথা বলে কে জানে। তবে ইচাবডের সব সময়ই চেষ্টা থাকে

পাণ্ডিত্য আর বিদ্যার জোরে অস্থিরমতি কাটরিনাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার। তার বিশ্বাস এ ব্যাপারে সে বেশ খানিকটা এগিয়েও গেছে। কাটরিনাকে বিয়ে করে ভ্যান টাসেলের সম্পত্তির মালিক হবার স্বপ্ন সর্বক্ষণ দেখে চলেছে ইচাবড।

প্রতিবেশীরা একদিন লক্ষ করল আগের মতো আর ভ্যান টাসেলের বাড়ির বেড়ার বাইরে ব্রম বোনসের ঘোড়া বাঁধা থাকে না।

'ইচাবড ক্রেনের সাবধানে থাকা উচিত,' বলাবলি করে তারা, 'কারণ বোনস সহজে কাউকে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়।'

সবাই জানে ব্রম বোনস আর ইচাবড একদিন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ব্রম নাইটদের মতো লড়াইয়ের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে চায়।

'স্কুলমাস্টারটাকে আমি দুই ভাঁজ করে ওর নিজের স্কুলঘরের শেলফে রেখে আসব,' ঘোঁত ঘোঁত করে ব্রম বোনস। তবে দু ভাঁজ হবার কোনো ইচ্ছে নেই ইচাবডের। ব্রমকে সে সুযোগ কখনোই দেবে না। ব্রমের সাথে চ্যালেঞ্জেই যাবে না ইচাবড। ব্রম বোনস স্কুল মাস্টারকে নিয়ে নানা ঠাট্টা-মশকরা করে, তাকে রাগিয়ে তুলতে চায়। স্কুলের সামনে, দলবল নিয়ে, মাটি কাঁপিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যায় ব্রম। গানের ক্লাস চলছে, চিমনিতে আগুন জ্বালিয়ে এমন ধোঁয়ার সৃষ্টি করে ব্রম যে, ক্লাস করাই মুশকিল হয়ে পরে। রাতের বেলা স্কুলঘরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে যায়। ইচাবড ভাবে ডাইনি কিংবা ভূত এসে অমন কাণ্ড করেছে।

কাটরিনার সাথে ইচাবডকে দেখলেই তাকে বিব্রত করার মওকা খুঁজতে থাকে ব্রম। একবার সে কোত্থেকে হাড় জিরজিরে, খোসপাঁচড়ায় ভর্তি বুড়ো একটা কুকুর ধরে নিয়ে এল। যখন ইচাবডের গানের ক্লাস শুরু হলো, কুকুরটাকে উস্কে দিল ব্রম। কুকুরের ঘেউ ঘেউয়ের চোটে বারোটা বেজে গেল ক্লাসের।

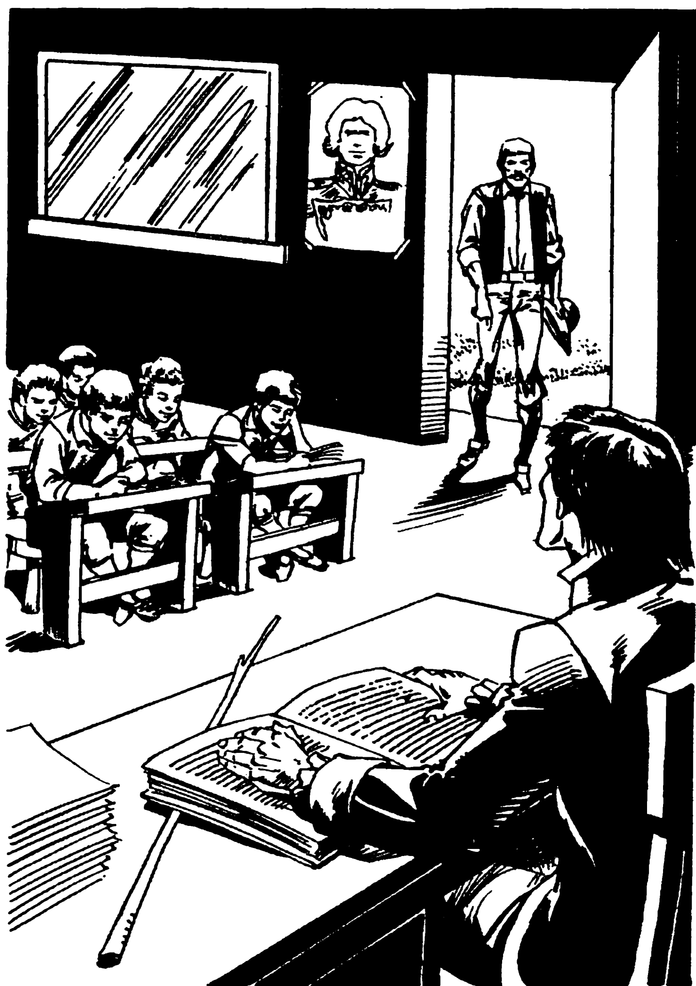
দেখতে দেখতে চলে গেল গ্রীষ্ম। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও লড়াইয়ে নামে নি। শরৎ এল। শরতের এক চমৎকার বিকেলে ইচাবড তার স্কুলঘরে, ডেস্কে বসে আছে। ডেস্ক বোঝাই গোপন জিনিসে, প্রায় সবই সে ছাত্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে আছে আধ-খাওয়া আপেল, পপ



রাতের বেলা স্কুলঘরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে যায়

গান (ঢিল ছোঁড়ার নল) সহ প্রচুর বল।

ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। ইচাবড একটু আগে একজনকে গাছের ডাল দিয়ে ধুমসে পিটিয়েছে বাঁদরামি করার জন্যে। তাই কারও মুখে



আপনাকে একটি পার্টিতে যাবার দাওয়াত দিতে এসেছি আমি

এখন টু-শব্দটি নেই। সবার চোখ বইয়ের পাতায়। নিঃশব্দে পড়ছে। চমৎকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।

এমন সময় জীর্ণ-শীর্ণ ঘোড়ায় চড়ে এক লোকের আগমনে শান্তি বিঘ্নিত হলো। সে জুতোয় শব্দ তুলে ক্লাস রুমে ঢুকল।

'মাস্টার ক্রেন,' উঁচু গলায় বললো আগন্তুক, 'আপনাকে একটি পার্টিতে যাবার দাওয়াত দিতে এসেছি আমি। আপনার গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি পার্টিটিকে মহিমান্বিত করে তুলবে, স্যার।'

'পার্টি?' প্রশ্ন করল ইচাবড, 'কোথায়?'

'চমৎকার এক পার্টি, স্যার' পুনরাবৃত্তি করল লোকটা।

'সে তো বুঝলাম,' বলল ইচাবড, 'কিন্তু দাওয়াতটা দিচ্ছে কে?'

'কেন, মাননীয় মাস্টার ভ্যান টাসেল,' জানাল আগন্তুক, 'আজ সন্ধ্যায় পার্টি, তার বাড়িতে। মনিবকে গিয়ে কী বলব আমি?

'বলবে আমি যাব,' চেঁচিয়ে উঠল ইচাবড, 'অবশ্যই হাজির থাকব পার্টিতে।'

পাঁচ

'ঠিক আছে, বাচ্চারা,' বলল স্কুল মাস্টার, 'আজকের মতো পড়া এখানেই শেষ। এখন তোমরা বাড়ি যেতে পার। ছুটি।'

বাচ্চারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল অবাক দৃষ্টিতে। মাস্টার সাহেব কখনোই তাদেরকে এত তাড়াতাড়ি ছুটি দেন না। বিরক্তিকর ক্লাসগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা স্কুলের বাইরে যেতে পারে না।

তবে আজ ব্যতিক্রম হলো। হঠাৎ ছুটি পেয়ে ছেলেমেয়েরা খুব খুশি। তবে মাস্টার সাহেব আজ কারও বই গুছিয়ে দিলেন না। ওরা নিজেদের মতো হুড়োহুড়ি করে বইপত্র কোনোমতে ব্যাগে ঢুকিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে পড়ল ক্লাস থেকে। মনের আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল বাড়ির দিকে।

ইচাবড পার্টিতে যাবার জন্যে সেজেগুজে তৈরি হলো। আজ সে তার সবচেয়ে ভালো স্যুটটি পরেছে। আসলে স্যুট তার এই একটিই। ভাঙা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্যুট পরতে এবং চুল আঁচড়াতেই পাক্কা আধঘণ্টা লেগে গেল। নিজেকে সে নাইট হিসেবে কল্পনা করছে। তাই সেজেগুজে না গেলে চলে?



এখন তোমরা বাড়ি যেতে পার

'আমার একটা ঘোড়া লাগবে,' যে কৃষকের বাড়িতে লজিং থাকত তাকে বলল ইচাবড, 'আর একটা জিন অবশ্যই।'

হ্যান্স ভ্যান রিপার নামের ডাচ কৃষকটি সরু চোখে তাকাল ইচাবডের দিকে, 'আপনি গান পাউডারকে নিতে পারেন। তবে ওকে শক্ত হাতে



সবচেয়ে ভালো স্যুটটা পরেছে

সামাল দিতে হবে। কারণ ঘোড়াটা ভয়ানক দুষ্টু। মাথায় সবসময় কু-বুদ্ধি গিজগিজ করছে।' ইচাবড ভ্যান রিপারকে আশ্বস্ত করল এই বলে যে সে খুব দক্ষ ঘোড়সওয়ার। যদিও জীবনে খুব কমই ঘোড়ার পিঠে চড়েছে ইচাবড। সে গান পাউডারের পিঠে চেপে বসল নতুন অভিযানে যাবার আনন্দ বুকে নিয়ে।



সামনে চলো, তেজি ঘোড়া

'চলো হে, গান পাউডার,' বলল সে। ঘোড়াটা বিষ দৃষ্টিতে, আড় চোখে দেখল স্কুলমাস্টারকে। তারপর ধীর পায়ে এগোল রাস্তা ধরে।

গান পাউডার প্রায় অচল একটা ঘোড়া। তার ঘাড়টা ছাগলের মতো, মাথাটা হাতুড়ির মতো। তার লেজে গেঁথে আছে অসংখ্য চোরকাঁটা,



চাবুকটা বর্শার ঢঙে মাথার ওপরে উঁচিয়ে ধরা

একটা চোখ আবার কানা। বুড়ো অথর্ব দেখালে কী হবে ঘোড়াটা পাজির পা ঝাড়া।

'সামনে চলো, তেজি ঘোড়া,' গান পাউডারকে উৎসাহিত করার জন্যে বলল ইচাবড।

ঘোড়া ও তার সওয়ারকে জুটি হিসেবে মানিয়েছে ভালোই। ইচাবড ছোট রেকাব নিয়ে চলেছে, ফলে তাঁর হাঁটুজোড়া ঠেকেছে জিনের মাথায়। হাড্ডিসার কনুই জোড়া লাগছে ফড়িংয়ের মতো। চাবুকটা বর্শার ঢঙে মাথার ওপরে উঁচিয়ে ধরা। ঘোড়া চলছে, ইচাবডের হাতজোড়া সেইসাথে ডানার মতো শরীরের দুপাশে ঝাঁকি খাচ্ছে। ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারকে দেখতে অদ্ভুত লাগছে, সন্দেহ নেই।

শরতের চমৎকার সন্ধ্যা। গাছের ডালে তুষারকণা, পাতার রং ক্রমে বদলে যাচ্ছে টকটকে কমলা থেকে রক্তবেগুনি, সেখান থেকে লাল। বুনো হাঁসের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে, দক্ষিণ তাদের গন্তব্য। কাঠবেড়ালিরা ব্যস্ত শীতের জন্যে পিচি প ফল আর হিকোরির (উত্তর আমেরিকার শক্ত কাঠের গাছ) বাদাম সংগ্রহে।

পথ চলতে চলতে ইচাবড যথারীতি ভাবছে খাবারের কথা।

'এ বছর কী চমৎকার আপেল ফলেছে,' আপন মনে বিড় বিড় করছে ইচাবড, 'এবারে কুমড়োগুলো দিয়েও দারুণ পাই বানানো যাবে।'

কতকগুলো মৌচাকের সামনে দিয়ে যাবার সময় ধোঁয়া ওঠা প্যান কেকের কথা মনে পড়তে জিভে জল এসে গেল তার। কল্পনায় দেখল কাটরিনা তার নরম হাত দিয়ে মধু ঢালছে কেকের ওপরে।

ভ্যান টাসেলের খামারে যেতে হয় স্লিপি হলোর বিপরীত দিকের রাস্তা দিয়ে। হাডসন নদীর শান্ত জলে পাহাড়ের কালো ছায়া। খামারে পৌঁছুতে পৌঁছুতে পাহাড়ের কোলে ডুব দিল সূর্য আকাশটাকে গোলাপি আর সোনালি রঙে রাঙিয়ে।

'আপনার বাড়িতে খুব লোকজন দেখছি আজ,' ভ্যান টাসেলকে উদ্দেশ্য করে বলল মাস্টার ইচাবড, 'মনে হচ্ছে গাঁয়ের সবাই হাজির হয়ে গেছে।'

'ভিড় তো থাকবেই,' বললেন আমন্ত্রণকর্তা, 'যত ভিড় তত আনন্দ। সময়টাকে নিজের মতো করে উপভোগ করুন, মাস্টার সাহেব। পরে আমরা নাচ শুরু করব।'

ইচাবড চারদিকে তাকাতে লাগল। শক্ত, কর্কশ চেহারার চাষারাও



আপনার বাড়িতে খুব লোকজন দেখছি আজ

দাওয়াত পেয়েছে। তারা বাড়িতে তৈরি কোট আর বিরাট মাপের জুতো পরে এসেছে। এদের স্ত্রীদের সাজসজ্জা একেবারেই সাধারণ এবং অতি পুরনো ফ্যাশনের। শহর থেকে কিনে আনা রংবেরঙের ফিতে দিয়ে চুলে বিনুনি করেছে তরুণীরা, মাথায় চাপিয়েছে খড়ের টুপি। ছেলেরা পনিটেল

স্টাইলে মাথার পেছনে ঝুঁটি করে বেঁধেছে চুল। ওই সময় এ ফ্যাশনই চলত।

'ওই যে ব্রম বোনস আসছে!' কেউ একজন বলল চেঁচিয়ে। পার্টির অভ্যাগতদের বেশিরভাগের মাথা ঘুরে গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে। খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে প্রিয় ঘোড়া ডেয়ার ডেভিলের পিঠে সওয়ার ব্রম বোনস ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল খামারবাড়িতে। তার ঘোড়াটা আস্তে চলতেই জানে না। দুরন্তগতি বলেই তাকে পছন্দ করে ব্রম বোনস। ইচাবড অবশ্য তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে দ্বিতীয় বার ফিরে তাকাল না। তার নজর তখন অন্য দিকে। না, পার্টির সুন্দরী মেয়েরা দৃষ্টি কাড়েনি ইচাবডের। সে লোভাতুর চোখে দেখছে টেবিলবোঝাই খাবার।

বড় বড় থালাবোঝাই কেক। এ জিনিস ডাচ গৃহবধূদের চেয়ে কেউ ভালো বানাতে পারে না। আরও রয়েছে ডোনাট, মিষ্টি পিঠা এবং রুটি। আর রোস্ট, হ্যাম, ইত্যাদির তো অভাবই নেই। দারুণ সুগন্ধ ছড়াচ্ছে খাবারগুলো। জিভে আসা জল বারবার গিলে ফেলছে ইচাবড।

'নিন, মাস্টার ক্রেন,' কাটরিনার মা এসে দাঁড়ালেন মাস্টারের পাশে। 'যত ইচ্ছা নিন। লজ্জা করবেন না।'

'কীভাবে, কোনটা দিয়ে যে শুরু করব বুঝতে পারছি না,' মনে মনে বলল ইচাবড, 'সবগুলো খাবারই দারুণ। আপেল পাই নেব, পিচি প পাই, নাকি কুমড়ো পাই দিয়ে শুরু করব?' শেষে ঠিক করল প্রতিটি খাবারই সে চেখে দেখবে। প্লেটবোঝাই করে ফেলল হ্যাম, গরুর মাংস, মুরগির রোস্ট, আগুনে ঝলসানো মাছ, পিচি প, প্লাম কেক (কিশমিশ দেওয়া কেক) আর নাশপাতি দিয়ে। টেবিলের প্রতিটি প্লেট থেকে কিছু না কিছু খাবার নিজের প্লেটে তুলল সে।

'দারুণ সুস্বাদু!' বলল সে, আরেক গ্রাস পুরে নিল মুখে। চিবুচ্ছে। খাওয়ার মতো আনন্দ সে অন্য কিছুতে পায় না। খেতে খেতে চোখের মণি ঘোরাতে লাগল সে, খুব মজা পাচ্ছে – এ তারই অভিব্যক্তির প্রকাশ।

একদিন, ভাবল ইচাবড, এসব কিছুই আমার হবে। আমি এ বাড়ির মালিক হব। তখন আর মাস্টারি করতে হবে না।



যত ইচ্ছা নিন, লজ্জা করবেন না

'সবাই খেয়ে নিন,' ঘোষণার সুরে বললেন বুড়ো বালটুস ভ্যান টাসেল, 'এর পরে শুরু হবে আমাদের নৃত্যপর্ব।'

নাচের সময় বেহালা বাজাল ধূসর চুলো এক বুড়ো। এ এলাকায় গত



দারুণ সুস্বাদু!

পঞ্চাশ বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বেহালা বাজিয়ে আসছে সে। পুরনো, জীর্ণ বেহালা বাজানোর সময় বাজনার তালে তার মাথা দুলতে থাকে। নতুন কোনো জুটি নাচ শুরু করলে সে পা ঠুকে উৎসাহ দেয়।



ইচাবড আর কাটরিনার নাচের গতি উদ্দাম হয়ে উঠল

'আমার সঙ্গে নাচবে?' ইচাবড দুরু দুরু বুকে প্রস্তাব দিল কাটরিনাকে। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে জবাবের জন্যে।

'অবশ্যই।' জবাব দিল কাটরিনা। ইচাবড আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

ইচাবডের ধারণা সে গানের মতোই সুন্দর নাচতে পারে। নাচার সময়

তার হাত আর পা কাঁপতে লাগল, মাথা আর নিতম্ব দুলতে লাগল বাজনার তালে। হাড্ডিসার শরীরটা ঘরের মধ্যে ঘূর্ণির মতো ঘুরছে, যেন মূর্ছা যাচ্ছে ইচাবড।

আজ রাতে সে তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে নাচার সুযোগ পেয়েছে। এত আনন্দ কোথায় রাখে ইচাবড? চোখের মণি ঘোরাচ্ছে সে কাটরিনার দিকে তাকিয়ে। কাটরিনাও জবাবে মিষ্টি হাসল, পিটপিট করল চোখ।

ইচাবড কাটরিনাকে নিয়ে নাচছে, সে দৃশ্য ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে দেখছে ব্রম বোনস। হিংসায় বুক জ্বলে যাচ্ছে তার। নৃত্যরত জুটির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সে। ইচাবড এবং কাটরিনার নাচের গতি যত উদ্দাম হয়ে উঠল, বুকের ভেতরে ঈর্ষার আগুনটা ততই ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল ব্রম বোনসের।

ছয়

নাচ শেষ হলে ইচাবড বালটুস ভ্যান টাসেলসহ কয়েকজন বুড়োর সাথে মিলিত হলো আড্ডায়। তারা বৈপ্লবিক যুদ্ধ নিয়ে গল্প করছেন। কিছুদিন আগে সেই যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা স্লিপি হলোর কাছেই লড়াই করেছে। যুদ্ধে কে কী করছে সে গল্প ফাঁদছেন বুড়োরা।

'আমি একাই একটা ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ প্রায় দখল করে ফেলেছিলাম,' ডাঁট দেখালেন এক বুড়ো ওলন্দাজ, 'কিন্তু কামানটা হঠাৎ বিগড়ে গেল বলে আর পারলাম না।'

'আমি আমার তরবারি দিয়ে মাস্কেট বন্দুকের গুলি ফিরিয়ে দিয়েছি,' গপ্পো ঝাড়লেন আরেকজন। তাঁর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন অন্যেরা। বুড়ো রেগেমেগে বললেন এর প্রমাণ তিনি দেখাবেন। গুলির আঘাতে ফুটো হওয়া তরবারিটি তার কাছে এখনও আছে।

বুড়োরা সবাই নিজেদেরকে যুদ্ধের হিরো বলে প্রমাণ করতে চাইছেন। তবে এ আড্ডা হঠাৎ করেই মোড় নিল ভূতের গল্পে। স্লিপি হলোর আশপাশে যারা থাকে মূলত তারাই এ গল্পের বক্তা, অন্যেরা শ্রোতা। তবে সবাই জানে ওই এলাকায় অদ্ভুত, রোমহর্ষক ঘটনা ঘটছে।



যুদ্ধে কে কী করেছে তা নিয়ে গল্প ফাঁদছেন বুড়োরা

'সাদা পোশাক পরা এক মহিলাকে আপনারা কখনও কেউ দেখেছেন? জিজ্ঞেস করলেন এক বুড়ো। 'স্লিপি হলোর কাছে র‍্যাভেন রকে ঘুরে বেড়ায় সে। শীতের রাতে তার বিকট গলার চিৎকার শোনা যায় কখনও কখনও। তার মানে খারাপ একটা আবহাওয়া আসছে। তারই পূর্বাভাস ওই চিৎকার।



পুরনো গির্জার পাশ দিয়ে মুণ্ডহীন ঘোড়সওয়ারকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছি

বছর কয়েক আগে তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে মারা গেছে মহিলা।'

'আপনার সাদা পোশাক পরা মহিলাকে আমি দেখি নি,' পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে বললেন এক বুড়ো, 'তবে মুণ্ডহীন ঘোড়সওয়ারকে দেখেছি।'

'আমিও,' সায় দিলেন আরেকজন, 'পাহাড়ের ওপরের পুরনো গির্জার

পাশ দিয়ে মুণ্ডহীন ঘোড়সওয়ারকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছি।'

'বুড়ো ব্রাউয়ারের কী হয়েছিল জানেন?' প্রশ্ন করলেন বালটুস ভ্যান টাসেল।

তাঁর বুড়ো বন্ধুরা ডানে-বামে মাথা নাড়লেন। জানেন না কেউ।

'সে এসব ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করত না। এক রাতে জলার ধারের রাস্তা ধরে সে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। জলার ধারে গাছপালা এমন ঘন যে, সূর্যের আলো ঢুকতে পায় না বলে দিনের বেলাতেও অন্ধকার থাকে ওদিকটাতে। মুণ্ডহীন ঘোড়সওয়ার তাকে তাড়া করে। ব্রাউয়ার প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে চলে আসে ঝরনার ওপরের সেতুতে। দেখে ঘোড়সওয়ার একটা কঙ্কাল হয়ে গেছে, বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড শব্দ তুলে সে গাছের ওপর দিয়ে উড়ে চলে যায়। ব্রাউয়ারের কাটা মাথাটা গড়িয়ে পড়ে ঝরনার জলে।' নতুন এ গল্পটি কেউ শোনে নি। সবাই বলাবলি করল ভূত-প্রেতে বিশ্বাস থাকলে ব্রাউয়ারকে এভাবে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হতো না।

'মুণ্ডহীন ঘোড়সওয়ারের সাথে একবার আমার সাক্ষাৎ হয়েছে,' ভেসে এল একটা কণ্ঠ। ফিরে তাকালেন সবাই। ব্রম বোনস।

'সে রাতে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরছি আমি, এমন সময় দেখতে পাই তাকে,' বলে চলল সে, 'তাকে ঘোড়দৌড়ের প্রস্তাব দিই, বাজি ধরি আমার সাথে দৌড়ে সে পারবে না। ডেয়ার ডেভিলের ওপরে বিশ্বাস ছিল আমার। ওর সাথে দৌড়ে জীবিত বা মৃত কোনো ঘোড়াই পারবে না। কিন্তু ওই সেতুর ওপরে যাবার পরে মুণ্ডহীন ঘোড়সওয়ার হাল ছেড়ে দিল। আগুনের একটা ঝলক তৈরি করে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

ইচাবড গল্প শুনে বেশ মজা পাচ্ছিল। সেও নিজের দু-একটা অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। জানাল স্লিপি হলোর রাস্তা ধরে হাঁটার সময় কী রকম অনুভূতি তার হয়েছে।

আরও কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়ে গেল পার্টি। এবার বাড়ি ফেরার পালা। চাষারা তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে উঠে পড়ল যে যার ঘোড়ার গাড়িতে। রওনা হয়ে গেল বাড়ি অভিমুখে। কয়েকটি মেয়েকে বাড়ি



আগুনের একটা গোল্লা তৈরি করে অদৃশ্য হয়ে গেল

পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল তাদের প্রেমিকরা। কৃষকদের গাড়ির চাকার আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে এল, প্রেমিক-প্রেমিকাদের হাসির উচ্চকিত শব্দও একসময় ক্ষীণ হয়ে গেল। তারপর নেমে এল নৈঃশব্দ। নিঝুম হয়ে গেল খামারবাড়ি। সবার শেষে বিদায় নিল ইচাবড। কাটরিনার সাথে



সবার শেষে বিদায় নিল ইচাবড

কথা বলার লোভে সে লক্ষ করে নি অনেক রাত হয়ে গেছে। তার ধারণা সে মেয়েটির হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

কাটরিনা ইচাবডকে কী বলেছে কে জানে, তবে দুঃসংবাদই হবে বোধ হয়, কারণ খামারবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে খুবই করুণ চেহারা নিয়ে।

অস্থিরমতি কাটরিনা কি সারাটা সন্ধ্যা তাহলে তার সাথে খেলা করেছে? ব্রম বোনসকে ঈর্ষান্বিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই কি সারাক্ষণ ইচাবডের সাথে হেসে হেসে কথা বলেছে? ঈশ্বর জানেন এসব প্রশ্নের জবাব।

তবে কাটরিনা ইচাবডকে যে কোনো আনন্দ সংবাদ দেয় নি তা তার অন্ধকার, শুকনো মুখ দেখলে যে কেউ বলে দিতে পারত। সে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেল গোলাঘরের দিকে, নিজের ঘোড়ার খোঁজে। গান পাউডার তখন ঘতর ঘতর নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

বিমর্ষ, দুঃখী ইচাবড যখন বাড়ির পথ ধরল, রাত তখন অনেক। সন্ধ্যাবেলায় যে প্রকৃতিকে দেখে বুকে খুশির দোলা লেগেছিল ইচাবডের, অন্ধকার সেই প্রকৃতি এখন গ্রাস করেছে। স্থির রাত। নদীর ওপার থেকে ভেসে আসা কুকুরের ডাক শোনা গেল পরিষ্কার। আর তক্ষুনি রাজ্যের ভূত-প্রেতের গল্প ভিড় করল ইচাবডের মাথায়।

'সর্বনাশ, এত রাত হয়েছে বুঝতেই পারি নি!' আঁতকে উঠল ইচাবড। ঠিক তখনই প্রকাণ্ড কালো একখণ্ড মেঘ ঢেকে দিল চাঁদ, গাঢ় করে তুলল আঁধার।

ইচাবড চলেছে স্লিপি হলোর সবচেয়ে' অন্ধকার আর সুনসান অংশের দিকে। এক লোককে রাস্তার ধারে, বড় একটা গাছে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। লোকটার আত্মা নাকি ওখানে ঘুরে বেড়ায়। সেই গাছের দিকেই এগোচ্ছে ইচাবড, বুক শুকিয়ে কাঠ। মনে সাহস আনতে শিস বাজাল সে। তার শিস বাজানো শেষ হওয়া মাত্র কে যেন প্রত্যুত্তরে বাজাল শিস!

না, কেউ শিস বাজায় নি, মনকে প্রবোধ দিল ইচাবড। ওটা গাছের ডালে বাড়ি খাওয়া বাতাসের শব্দ। গাছের ডালে বাড়ি খেলে বাতাসে শিসের শব্দ ওঠে। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো সেই বড় গাছটার নিচে সাদা কী একটা দাঁড়িয়ে আছে। গাছটার সামনে আসতে দেখল একটা গুঁড়ি পড়ে আছে। বজ্রপাতে দু ভাগ হয়ে গিয়েছিল ওটা। চাঁদের আলোয় সাদা দেখাচ্ছে। বুকে একটু সাহস পেল ইচাবড।



ইচাবড চলেছে স্লিপি হলোর সবচেয়ে অন্ধকার আর সুনসান অংশের দিকে

পরক্ষণে দারুণ চমকে উঠল গোঙানির শব্দে। দাঁতে দাঁত লেগে ঠকাঠক কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল ইচাবডের। নাহ, খামোকাই ভয় পেয়েছে সে। দুটো ডালে বাতাসের বাড়ি লেগে অমন শব্দ হয়েছে। ইচাবড বড় গাছটা পার হয়ে গেল ইষ্ট নাম জপতে জপতে। ঘটল না কিছুই।



ঝাঁকুনির চোটে আরেকটু হলে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল ইচাবড

সামনের রাস্তাটা আরও অন্ধকার, আরও গা ছমছমে। ছোট একটা জলধারা পার হয়ে যেতে হবে তাকে। লোকে বলে ওটা ভুতুড়ে। সন্ধ্যার পরে কেউ এদিকে আসার সাহস পায় না। ওদিকে এগোচ্ছে ইচাবড, পাঁজরের গায়ে দমাদম বাড়ি খেতে লাগল হৃৎপিণ্ড।

'চল, গান পাউডার,' বলল সে ঘোড়াকে, 'জলদি চল।'

ঘোড়ার পাঁজরে লাথি কষাল ইচাবড তাকে জোরে ছুটতে ইঙ্গিত করে। কিন্তু বদমাশ ঘোড়া তার সওয়ারির কথামতো কাজ করল না, উল্টো রাস্তার পাশের একটা বেড়ার গায়ে বাড়ি খেল। তারপর বৈঁচি ফলের একটা ঝোপের দিকে ছুটল।

ঘোড়াটাকে বহু কষ্টে জলধারার কাছে নিয়ে এল ইচাবড। অকুস্থলে পৌঁছামাত্র ঝট্ করে দাঁড়িয়ে গেল গান পাউডার। ঝাঁকুনির চোটে আরেকটু হলে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল ইচাবড।

কোনোমতে সুস্থির হয়ে জিনে বসেছে সে, কানে ভেসে এল একটা শব্দ। অন্ধকারে উঁকি দিল একটা ঝোপের ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা কালো প্রকাণ্ড এক ছায়ামূর্তি। মূর্তিটি কে বা কী ধারণায় কুলাল না ইচাবডের। তবে এটুকু বুঝতে পারল দানব আকৃতিটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

সাত

প্রকাণ্ড এক কালো ছায়ামূর্তি দেখে ভয়ের চোটে ইচাবডের ঘাড়ের পেছনের সবগুলো চুল দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে। এখন আর ছুটে পালাবার উপায় নেই। কী করবে সে?

'কে-কে তুমি?' তোতলাচ্ছে ইচাবড।

জবাব দিল না ছায়ামূর্তি।

'কে ওখানে?' আবার কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল ইচাবড।

কোনো জবাব এল না। গান পাউডারের পাঁজরে লাথি কষাল ইচাবড। কিন্তু একগুঁয়ে ঘোড়াটা নড়ল না একচুল। চোখ বুজল ইচাবড, কর্কশ গলায় ধরল প্রার্থনা-সঙ্গীত।

একটা বিকট শব্দ হতে চোখ মেলে চাইল ইচাবড। রাস্তার মাঝখানে চলে এসেছে ছায়ামূর্তি। অন্ধকারেও ইচাবড বুঝতে পারল ঘোড়সওয়ার



এখন ছুটে পালাবার আর উপায় নেই

প্রকাণ্ডদেহী এবং তার বাহনটিও আকারে বিশাল। ছুটে আসতে শুরু করল সে স্কুলমাস্টারের দিকে।

'জলদি ভাগ, গান পাউডার,' অনুনয় করল ইচাবড। এতক্ষণে বুঝি দয়া হয়েছে গান পাউডারের, কিংবা ভয় পেতেও পারে। ছুটল সে। পেছন পেছন কালো ঘোড়া।



ঘোড়সওয়ার প্রকাণ্ডদেহী আর তার বাহনটিও আকারে বিশাল

ইচাবড ঘোড়ার গতি কমাল অনুসরণকারী তার পাশ কাটিয়ে যাবে সে আশায়। কিন্তু পেছনের জনের কোনো তাড়া নেই। সেও মন্থর করল গতি। ইচাবড আবার প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইবার চেষ্টা করল। কিন্তু মুখের ভেতরটা এমন শুকিয়ে গেছে, কোনো আওয়াজ বেরুল না গলা থেকে। পেছনের ছায়ামূর্তি কোনো শব্দ করছে না, এটাই সবচেয়ে ভীত করে



জানবাজি রেখে ছুটল সে

তুলেছে ইচাবডকে। ওটা নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলেছে ইচাবডকে। তার চলার মধ্যে রয়েছে রহস্য আর অশুভ ইঙ্গিত।

ওরা ছোট একটা পাহাড়ে উঠে এল। পেছন ফিরে তাকাল ইচাবড। অনুসরণকারীকে এবার আগের চেয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আকাশের পটভূমিকায় যেন ফুটে আছে তার আকৃতি। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল

ইচাবডের। দেখে ঘোড়সওয়ারের ধড়ের ওপরে মুণ্ড নেই! আরও ভয়ংকর ব্যাপার, কাটা মুণ্ডটা হাতে ঝুলিয়ে রেখেছে সে!

ইচাবড প্রচণ্ড জোরে লাথি কষাল গান পাউডারের পেটে। জোরে ছুটতে বলছে। আরোহীর ভয় সংক্রামিত হলো ঘোড়ার মধ্যেও। জানবাজি রেখে ছুটল সে। কিন্তু অশরীরীও তীব্র বেগে ছুটে আসতে লাগল। বাতাসের বেগে ছুটছে দুটি ঘোড়াই, খুরের আঘাতে ছিটকে যাচ্ছে পাথর আর মাটির ঢেলা। খুরের লোহার নালে লেগে জ্বলে উঠছে স্ফুলিঙ্গ।

পাগলের মতো ছুটছিল বলে ইচাবডের খেয়াল ছিল না কোথায় বা কোনদিকে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখতে পেল গান পাউডার তাকে সেই কুখ্যাত সেতুর কাছে নিয়ে এসেছে যেটা ভূত-প্রেতের রাজ্য বলে জানে সবাই। পাহাড়ের ওপরে সেতুটা, এখানেই রয়েছে সেই পুরনো গির্জা। লোকে বলে মুণ্ডুহীন ঘোড়সওয়ারকে এই গির্জার গোরস্তানে কবর দেওয়া হয়েছে!

তীব্র আতঙ্কে ছুটছে গান পাউডার, ভয়ঙ্কর জিনিসটার কাছ থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে পেরেছে কিছুটা। আর ঠিক তখন ইচাবড টের পেল তার ঘোড়ার জিন আটকানোর বেল্টটি আলগা হয়ে গেছে!

ইচাবড চেষ্টা করল বেল্ট ধরতে, কিন্তু খুলে গেল ওটা, খসে পড়ল জিন। ভৌতিক ঘোড়া ওটাকে মাড়িয়ে দিল পা দিয়ে। 'জিন খুইয়েছি দেখলে হ্যানস ভ্যান রিপার আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে!' হায় হায় করে উঠল ইচাবড।

তবে জিন হারানোর চেয়েও গুরুতর সমস্যা তার সামনে। কারণ জিনছাড়া ঘোড়ার পিঠে মোটেই সুস্থির হয়ে বসতে পারছিল না ইচাবড। একবার ডানে, আরেকবার বামে ঝাঁকুনির চোটে ছিটকে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে এমন জোরে ঝাঁকুনি লাগছিল, ইচাবডের মনে হচ্ছিল শরীরের হাড়গোড় বুঝি একখানাও আস্ত থাকবে না।

কিন্তু সামনে কী ওটা? নদীর বুকে ঝলমল করছে তারা! পাহাড়ের ওপরে একটা গির্জা দেখতে পেল ইচাবড। তারপর চোখে পড়ল একটা সেতু।



যাও, গান পাউডার, যাও

ইচাবডের মনে পড়ল ওই সেতুর কাছে এলেই অদৃশ্য হয়ে যায় মুণ্ডহীন প্রেত।

'ওখানে পৌঁছুতে পারলেই আমি বেঁচে যাব প্রাণে,' ভাবল ইচাবড। ঠিক তখন শুনতে পেল তার পেছনে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে মস্ত কালো ঘোড়াটা। মনে হলো ঘোড়াটার গরম নিশ্বাস তার গায়ে লাগছে।



মাথাটা ছুঁড়ে মারল ইচাবডকে লক্ষ করে

'যাও, গান পাউডার, যাও।' চেঁচিয়ে উঠল সে। হাড় জিরজিরে ঘোড়াটাকে আবার লাথি মারল।

লাফ মেরে সেতুতে উঠে পড়ল গান পাউডার। কাঠের তক্তায় ঘোড়ার খুরের প্রবল শব্দ উঠল। বিপরীত দিকে চলে এল ইচাবড, তাকাল ঘাড়

ঘুরিয়ে। আশা করল এখনই দেখবে অগ্নিঝলক তুলে গায়েব হয়ে গেছে ঘোড়সওয়ার।

কিন্তু দেখল পিশাচটা তার রেকাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে, মাথাটা ছুঁড়ে মারল ইচাবডকে লক্ষ করে। ইচাবড ছুটে আসা ভয়ংকর জিনিসটাকে ফাঁকি দিতে চাইল। কিন্তু পারল না। ভয়াবহ গতিতে ছুটে এল ওটা, দড়াম করে আছড়ে পড়ল ইচাবডের খুলিতে!

ঘোড়ার পিঠ থেকে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলে ইচাবড। কালো ঘোড়া আর পিশাচ বাতাসে ঘূর্ণি তুলে চলে গেল তার পাশ কাটিয়ে।

আট

পরদিন বুড়ো গান পাউডারকে দেখা গেল তার মনিবের বাড়ির ফটকের বাইরের ঘাস চিবোচ্ছে। পিঠে জিন নেই। নাশতার টেবিলে দেখা গেল না ইচাবডকে। দুপুরের খাওয়ার সময়েও তার খবর নেই। বাচ্চারা স্কুলে এল। কিন্তু অনুপস্থিত তাদের মাস্টার।

'ইচাবড ক্রেনের হলোটা কী?' অবাক হ্যানস ভ্যান রিপার, 'আর আমার ঘোড়ার জিনই বা কোথায়?'

প্রতিবেশীকে নিয়ে ইচাবডকে খুঁজতে বেরুল রিপার। ময়লা আবর্জনার মধ্যে গান পাউডারের স্যাডলের দেখা মিলল। ঘোড়ার খুরের ছাপ লক্ষ করে ওরা গির্জার ধারের সেতুতে চলে এল। জলধারাটির তীরে পেয়ে গেল ইচাবডের টুপি। ওটার পাশে ছিটিয়ে আছে কয়েক টুকরো কুমড়ো। জলধারার আশপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজল দুই কৃষক। সন্ধান মিলল না ইচাবডের।

ইচাবডের ঘর খুঁজে অল্প কিছু জিনিস পাওয়া গেল। কয়েকটি জামা, একটা জং ধরা রেজার, খানকয়েক বই। একটি বইয়ের পেছনের পাতায় ইচাবড কবিতা লিখেছে কাটরিনাকে নিয়ে। হ্যানস ভ্যান রিপার কবিতাসহ অন্যান্য বইপত্রগুলো পুড়িয়ে ফেলল।



ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়েক টুকরো কুমড়ো

'আমি আর জীবনেও আমার বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাব না,' সিদ্ধান্ত নিল সে, 'লেখাপড়া শিখে কোনো লাভ নেই।'

রোববারে গির্জায় সবাই ইচাবড ক্রেনের রহস্যময়ভাবে গায়েব হয়ে



ব্রম বোনস বিয়ে করে সুন্দরী কাটারিনাকে

যাবার ব্যাপারটি নিয়ে গল্পে মেতে উঠল। অনেকেই গেল সেতুর ধারে যেখানে টুপি আর কুমড়ো দেখে এসেছে হ্যানস রিপার। নানা জনে নানা গল্প ফাঁদল। তবে শেষে সবাই একমত হলো, ইচাবডকে মুণ্ডহীন



পরিত্যক্ত স্কুলবাড়িতে ইচাবডের আত্মা নাকি ঘুরে বেড়ায়

ঘোড়সওয়ার ধরে নিয়ে গেছে।

এর পরে আর কেউ ইচাবডের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে কথা বলল না। গ্রামবাসী অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেল স্কুল, নিয়োগ করল নতুন শিক্ষক।

অনেক বছর পড়ে, বুড়ো এক কৃষক এসে বলতে লাগল বেঁচে আছে ইচাবড ক্রেন। সে দেশের দূরের এক অঞ্চলে চলে গেছে, ওখানে আরেকটা স্কুলে মাস্টারি করছে। ক্রেন নাকি আইন পড়েছিল, পরে সে আইনজীবীর পেশা বেছে নেয়, পত্রিকায় লেখালেখিও করে একসময়ে, একপর্যায়ে বিচারপতির পদেও তাকে বসানো হয়েছিল।

ইচাবড ক্রেন নিখোঁজ হবার কিছুদিন পরে ব্রম বোনস বিয়ে করে সুন্দরী কাটরিনাকে। তার হাবভাবে মনে হচ্ছিল ক্রেনের অদৃশ্য হয়ে যাবার আসল কারণ সম্ভবত সে জানে। কেউ টুকরো হয়ে যাওয়া কুমড়োর কথা বললেই সে হাসিতে ফেটে পড়ত।

তবে বুড়ো চাষাদের স্ত্রীরা দাবি করত তারা নাকি জানে আসল ব্যাপারটা। তারা নিশ্চিত ছিল ইচাবডকে কোনো মন্দ আত্মা ধরে নিয়ে গেছে। শীতের রাতে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে, অগ্নিকুণ্ডের সামনে গোল হয়ে বসে রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলত তারা।

পরিত্যক্ত স্কুলবাড়িতে– বলত তারা, ইচাবডের আত্মা নাকি ঘুরে বেড়ায়। গ্রীষ্মের রাতে ওই বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে শোনা যাবে করুণ সুরের প্রার্থনা-সঙ্গীত। গানটা প্রতিধ্বনি তুলে ভেঙে দেয় স্লিপি হলোর সুনসান নীরবতা।



পাহাড়ে গেছিলাম কাঠবেড়ালি শিকারে

রিপ ভ্যান উইংকল

এক

'রিপ ভ্যান উইংকল!' মহিলার তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকারে ক্যাটসকিল পর্বতমালার নিচের শান্ত গ্রামটির নিস্তব্ধতা ফালা ফালা হয়ে গেল।

'বলো গো,' মিনমিনে গলায় জবাব এল।

'তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?' খেঁকিয়ে উঠল উইংকলের স্ত্রী।



চেঁচিয়ে উঠল মহিলা

'কেন, পাহাড়ে গেছিলাম কাঠবেড়ালি শিকার করতে,' বলল রিপ। বউকে পটাতে চাইছে। কিন্তু তার বউ সহজে পটে যাবার মেয়ে নয়।

'কেমন কাঠবেড়ালি শিকার করেছ দেখি,' চ্যালেঞ্জের সুর রিপের স্ত্রীর গলায়।

'শিকার করতে পারি নি তো,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রিপ। 'ভাগ্য সহায়তা করে নি। একটি কাঠবিড়ালিও দেখতে পাই নি। বাসা থেকে বেরোয় নি হতচ্ছাড়াগুলো।'

রিপের স্ত্রীর ভুরু কুঁচকে আছে, মুখখানা লাল টকটকে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ যেন বিস্ফোরিত হওয়ার অপেক্ষায়।

'বাড়িতে তোমার অনেক কাজ পড়ে আছে আর তুমি গেছ কাঠবেড়ালি শিকার করতে!' চেঁচিয়ে উঠল মহিলা' 'মুরগির খোঁয়াড়টা রং করতে হবে, বেড়া বাঁধতে হবে, বাগানের আগাছা পরিষ্কার করা দরকার, নর্দমাগুলো বুজে আছে আবর্জনায়। ওগুলোও পরিষ্কার করতে হবে। তবে কাজ এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। এ তো মাত্র শুরু।'

বউয়ের বকবকানির কোনো জবাব দিল না রিপ ভ্যান উইংকল। শুধু কাঁধ ঝাঁকাল, মাথা নাড়তে নাড়তে তাকাল আকাশের দিকে। স্বামীর এই ভঙ্গিটি স্ত্রীর ভয়ানক অপছন্দ, দশগুণ বেড়ে যায় তার রাগ। তারস্বরে চেঁচাতে লাগল সে। কান ফুটো হবার দশা। শেষে বাইরে চলে এল রিপ ভ্যান উইংকল।

'মুরগির খোঁয়াড় দিয়ে শুরু করব?' আপন মনে কথা বলছে সে, 'নাকি আগে বাগানে যাব? কিংবা বেড়া বাঁধার কাজও করা যায়।'

প্রথমে কোন কাজটা করবে ভাবতে ভাবতে রিপ ভ্যান উইংকল চলে এল একটি মাঠে। বড় একটি দেবদারু গাছের নিচে এসে বসে পড়ল সে। রীতিমতো গবেষণা শুরু করে দিল কোন কাজটা আগে করা যায় তা নিয়ে। পাহাড়ে শিকার করতে যাওয়ার ক্লান্তি, আর এতটা পথ হেঁটে আসার পরিশ্রম শরীরে অবসাদ এনে দিল। তাই গাছের ছায়ায় বসে আগডুম-বাগডুম ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল রিপ।

ভাবতে পারো রিপ বেজায় অলস। আসলে তা নয়। সে ভেজা পাথরের ওপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাছ ধরার ছিপ নিয়ে একটানা বসে থাকতে পারে, এক মুহূর্তও বিশ্রাম নেবে না। গাদাবন্দুক নিয়ে জঙ্গলে সারা দিন ঘুরে কাটিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য আছে রিপের। উঁচু-নিচু পাহাড় বাইতেও তার আপত্তি নেই যদি দু-একটা কাঠবেড়ালি কিংবা বুনো কবুতর শিকার করা যায়।



'রিপ,' কোনো প্রতিবেশী হয়তো বলল তাকে, 'আমার খামারবাড়িতে পাথরের একটা দেয়াল তুলে দেবে?'

'অবশ্যই,' সাথে সাথে রাজি রিপ ভ্যান উইংকল। সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সে প্রতিবেশীকে দেয়াল তুলতে সাহায্য করবে। কেউ কখনো রিপের কাছে

সাহায্য চেয়ে খালি হাতে ফিরে যায় নি। শস্য তুলতে, গোলাঘরে খড় আনতে ডাকলেই বান্দা হাজির। গাঁয়ের মহিলাদেরকেও গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করে রিপ, যা তাদের স্বামীরা কখনোই করবে না বা করে না।

তবে নিজের ছোট খামারটা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই রিপ ভ্যান উইংকলের। নিজের খামারের কাজেই রাজ্যের অনীহা। অবশ্য এর পেছনে তার যুক্তিও আছে।

রিপ বলে, 'এরকম রুক্ষ অনুর্বর জমির পেছনে খেটে কোনো লাভ নেই, এ জমিতে জীবনেও ফসল ফলবে না যতই কষ্ট করি না কেন।'

রিপ ভ্যান উইংকলের খামারের বেড়া সবসময় ভেঙে পড়ে যায়। গরুগুলো হয় দড়ি ছিঁড়ে পালাবে নয়তো কারও বাগানে ঢুকে বাঁধাকপি খাবে। সব্জির চেয়ে এখানে আগাছা জন্মায় বেশি। তা ছাড়া রিপ কাজে বেরুলে সেদিন বৃষ্টি হবেই।

এ জমি সে পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। তার বাপ এ জমিতে সামান্য শস্য এবং আলু ছাড়া কিছুই জন্মাতে পারে নি। তাও নিজের ভোগে লাগে নি।

রিপ সংসারধর্ম পালনে রীতিমতো ব্যর্থ। রিপ জুনিয়র নামে তার একটি ছেলে আছে, অবিকল বাপের মতো দেখতে আর বাবার মতোই কর্মবিমুখ; সে বাপের পুরনো জামাকাপড় পরে। তার পরনের প্যান্ট এমন ঢোলা আর বড় যে হাঁটার সময় দুহাত দিয়ে ওপরের দিকে টেনে রাখতে হয়।

রিপ জুনিয়র তার বাপকে ভালোবাসে। কারণ তার বাপ তাকে নিয়ে খেলা করে। তাকে নিয়ে মাছ ধরতে যায়। গাঁয়ের সবাই রিপকে পছন্দ করে। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের প্রতিটি খেলায় তার অংশগ্রহণ অনিবার্য, ওদেরকে সে উইলো কাঠের বাঁশিও বানিয়ে দেয়। ছেলেমেয়েদের পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে তার ক্লান্তি নেই।

রিপ ভ্যান উইংকল একজন সুখী মানুষ। জীবনটাকে সহজভাবে নাও- এ উপদেশ দেয় সবাইকে। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তার কোনো রকম বাছ-বিচার বা অভিযোগ নেই। সাদা বা বাদামি যে-কোনো রুটি হলেই তার



এ জমিতে সামান্য শস্য আর আলু ছাড়া কিছুই জন্মাতে পারে নি

চলে যায়। তাকে দেখে মনে হয় এরকম তৃপ্তি নিয়েই সে জীবনটাকে পার করে দেবে। কিন্তু দজ্জাল বউটা তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সারাক্ষণ কাজের তাড়া দেয়। সকাল, দুপুর, রাত সব সময়ই একই বাক্য সে আউড়ে চলেছে, 'কাজে যাও।'



ছেলেমেয়েদেরকে পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে তার ক্লান্তি নেই

‘এত বকুনি সহ্য হয় না,’ স্ত্রী শুনতে না পায় এমন নিচু গলায় বলে রিপ ভ্যান উইংকল, ‘কী বলিস, উলফ?’

বাড়িতে রিপের প্রিয় বন্ধু হলো কুকুর উলফ। ওরা পরস্পরকে বুঝতে


বাড়িতে রিপের প্রিয় বন্ধু হলো কুকুর উলফ

পারে। উলফের অনেক সাহস, তবে সেও রিপের বউকে ডরায় যমের মতো। বাড়িতে সারাক্ষণ দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে ভীরু চোখে তাকিয়ে থাকে মনিব স্ত্রীর দিকে। তাকে ঝাড়ু বা লাঠি তুলতে দেখলে ভোঁ দৌড় দেয় পিঠে বাড়ি খাওয়ার আগেই।

গায়ে জ্বালা-ধরানো ভাষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে রিপ যায় শহরের ছোট সরাইখানায়। ওখানে জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিকসহ নানা কিসিমের

মানুষজনের সমাগম ঘটে। ওই সরাইখানার দেয়ালে ঝোলানো আছে ইংল্যান্ডের রাজা, মহামান্য তৃতীয় জর্জের একখানা ছবি। ওই সময় আমেরিকা ইংল্যান্ডের একটি উপনিবেশ ছিল।

'তোমরা ভ্যান ভ্যানডার ক্যাম্পের নাম শুনেছ?' সরাইখানার কেউ জিজ্ঞেস করে। তারপর স্থানীয়, রসাল কোনো ঘটনা নিয়ে আরম্ভ করে গল্প। তার গল্প শেষ হতে আরেকজন রসকষহীন আরেকটা গল্প শুরু করে।

সরাইখানায় প্রায়ই দু-একজন মুসাফির কয়েকদিনের পুরনো খবরের কাগজ ফেলে রেখে যায়। স্কুলমাস্টার ডেরিল ভ্যান ভ্যানডার সেই কাগজ পড়ে শোনায় অন্যদের। সে শিক্ষিত মানুষ, কঠিন শব্দ উচ্চারণ করে অভিধান ঘেঁটে। তাক লাগিয়ে দেয় গাঁয়ের মুখ্যুসুখ্যু মানুষগুলোকে। ডেরিল ভ্যান ভ্যানডারের খবরের কাগজ পড়া শেষ হলে বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে নানা জনে নানা মন্তব্য শুরু করে দেয়। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নেই যা তারা জানে না।

তবে দু-একজন সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ যে নেই, তা নয়। সবচেয়ে জ্ঞানী লোকটার নাম নিকোলাস ভেডার। সে দরজার কাছের চেয়ারটা দখল করে রাখে সারাক্ষণ, পাইপ ফুঁকছে অনর্গল। স্বল্পভাষী হলেও তার মতামতটাকে গুরুত্ব দেয় সকলে। কোনো বিষয়ে কারও সাথে মতের অমিল হলে ভাবটা প্রকাশ করে সে পাইপে ঘনঘন টান দিয়ে। আর একমত থাকলে ঘন ধোঁয়ার মেঘ ছেড়ে দেয় কিংবা মুখ থেকে পাইপ বের করে মাথা দোলায় সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে।

এক বিকেলে রিপ ভ্যান উইংকল তার বন্ধুদের সাথে পাহাড়ের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর কোন জায়গাটাতে ভালো মাছ ধরা যায়, তা নিয়ে তর্ক করছিল।

'নদীর বাঁকটা যেখানে ডি গ্রুটসের জঙ্গলের দিকে মোড় নিয়েছে, ওদিকে সবচেয়ে বড় ট্রাউট পাওয়া যায়। আমি সেদিন ওখানটাতে মাছ ধরছিলাম, বলছিল রিপ।

'রিপ, তোমার বউ আসছে!' ওকে বাধা দিল একজন।


সবচেয়ে জ্ঞানী লোকটার নাম নিকোলাস ভেডার

'রিপ ভ্যান উইংকল!'

তীক্ষ্ণ, চিলের মতো কণ্ঠটা বিস্ফোরণের মতো ধাক্কা মারল কানে, ঝড়ের বেগে সরাইখানায় ঢুকে পড়েছে মহিলা। রিপ জানে আজ তার কপালে খারাবি আছে। বন্ধুদের সামনে মহিলা তাকে তুলোধুনো করে ফেলবে,



ঝড়ের বেগে সরাইখানায় ঢুকে পড়েছে মহিলা

অলস কুঁড়ের বাদশা বলে গালাগাল দেবে। আর রিপ কী করবে? কাঁধ ঝাঁকিয়ে হজম করবে গাল, এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেবে। এ ছাড়া কী-ই বা করার আছে তার?

দুই

বউয়ের গঞ্জনা আর যন্ত্রণা এবং কাজের ঝক্কি থেকে রেহাই পাওয়ার একটাই উপায় বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়া। সংসারজীবন অসহ্য মনে হলে তাই করে রিপ ভ্যান উইংকল। বন্দুক নিয়ে চলে যায় জঙ্গলে। সাথে দুপুরের খাবার নিতে ভোলে না। উলফের সাথে ভাগাভাগি করে খায়।

'বেচারা উলফ,' বলে সে, 'দুজনেই কুকুরের মতো জীবনযাপন করছি। তবে যতদিন বেঁচে আছি, সবসময় বন্ধু হিসেবে আমাকে পাবি তোর পাশে।'

উলফ লেজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এমন দৃষ্টিতে মনিবের দিকে তাকায় যেন বলতে চায়, 'আমিও আছি তোমার সাথে।'

শরতের এক সুন্দর দিনে রিপ ভ্যান উইংকল ক্যাটসকিল পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু এবং প্রত্যন্ত চুড়োগুলোর একটাতে উঠে এল। সারা দিন কাঠবেড়ালি শিকারের চেষ্টা করল। ভাগ্য সহায়তা করল না।

একটা খাড়া চুড়োর ওপরে সবুজ একটা টিলায় উঠে এল রিপ।

'দ্যাখ উলফ,' ডাকল সে কুকুরটাকে। এখান থেকে গোটা উপত্যকা দেখা যায়। 'ওই দ্যাখ পাহাড়ের ছায়া পড়েছে মাঠ আর বনে। তার পাশে বিরাট হাডসন নদী। কী অপূর্ব দৃশ্য!'

রিপ ভ্যান উইংকল অবশ্য বুঝতে পেরেছে অনেক দূরে চলে এসেছে। গাঁয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবে। তার বউ ততক্ষণে রাগে উন্মাদিনী হয়ে উঠবে।

'চল, এগোই,' উলফকে বলল সে।

ফেরার জন্যে পা বাড়িয়েছে, দূর থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'রিপ ভ্যান উইংকল! রিপ ভ্যান উইংকল!'

ঘুরে দাঁড়াল রিপ, পাহাড়চুড়োয় পাক খেতে থাকা একটা কাক ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। রিপ ভাবল সে ভুল শুনেছে। কিন্তু আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠ, 'রিপ ভ্যান উইংকল!' গরগর করে ডেকে উঠল উলফ, ভয়ে



পিঠের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। মনিবের কাছ ঘেঁষে এল সে, তাকাল সরু একটা উপত্যকার দিকে।

রিপ ভ্যান উইংকলেরও গা ছমছম করছে। পাহাড়ের নিচে উঁকি দিল। দেখল অদ্ভুত চেহারার একটা মানুষ পাথর ধরে ধরে ওপরে উঠে আসছে। তার পিঠে কী একটা বোঝা, ওজনের চাপে কুঁজো হয়ে গেছে।

এরকম নির্জন পাহাড়ে কাউকে দেখতে পাবে কল্পনাও করে নি রিপ। তবে মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া তার বরাবরের অভ্যাস।



অদ্ভুত চেহারার একটা মানুষ পাথর ধরে ধরে ওপরে উঠে আসছে

তাই দ্রুত পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল সে।

লোকটার চেহারা আর বেশভূষা দেখে অবাক লাগল রিপ ভ্যান উইংকলের। বেশ বেঁটে সে, ধূসর দাড়ি, ঝাঁকড়া ঝোপের মতো চুলও আবার সাদা সাদা। প্রাচীন ওলন্দাজদের মতো তার পরনের পোশাক, হাঁটু পর্যন্ত আঁটো পাজামা, তাতে অসংখ্য বোতাম। পিঠের বোঝা দেখে মনে হলো ওতে মদের ছোট পিপে আছে। রিপকে হাত তুলে আবার ডাকল সে।

'আপনার মালসামান আমাকে বইতে দিতে পারেন,' বলল রিপ। আগন্তুক কিছু বলল না। তবে ইশারায় বোঝাল পিঠের বোঝার ভার মুক্ত হতে পারলে খুশিই হবে সে। দুজনে ধরাধরি করে পিপে নিয়ে একটা খাড়া ঢালের ধারে চলে এল। এটা বোধহয় একসময় ছোট নদী ছিল। এখন শুকিয়ে গেছে।

ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। এমন সময় বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা লেগে গেল রিপ ভ্যান উইংকলের। এক মুহূর্ত বিরতি দিল সে। ভুরু কুঁচকে ভাবল সম্ভবত ঝড় আসছে। দ্রুত পা চালাল সে।

রিপের সঙ্গী এখন নিশ্চুপ। এই ভারী পিপে নিয়ে বুড়ো কোথায় যাচ্ছিল জানতে বুক ফেটে যাচ্ছিল তার। কিন্তু লোকটার মধ্যে এমন কিছু আছে, যে কারণে তাকে কথাটি জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না রিপ।

একটা খাদ পার হলো ওরা। খাদের একপাশে একটা গুহার মতো। গুহা বা গর্তটার চারদিকে বড় বড় পাথরের চাঁই। চাঁইয়ের ফাঁক দিয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে সবুজ গাছপালা। মাথার ওপরে পাতার এমন চাঁদোয়া তৈরি করেছে, আকাশ দেখা যায়।

'সর্বনাশ, উলফ,' বলল রিপ তার বিশ্বস্ত কুকুরকে, 'ওই লোকগুলোকে দ্যাখ!'

গুহা বা গর্তের নিচে, মাটিতে একদল অদ্ভুতদর্শন মানুষ নাইনপিন খেলছে। নাইনপিন হচ্ছে এমন একটি খেলা, যে খেলায় একটি বলকে মেঝের ওপর দিয়ে নয়টি কাঠের টুকরোর দিকে গড়িয়ে দেয়া হয়। বলের আঘাতে কাঠের টুকরো ধপাস করে পড়ে যায়।

পিপেঅলা বুড়োর মতো এদের পরনেও প্রাচীন ফ্যাশনের ডাচ পোশাক। প্রত্যেকের কোমরের বেল্টে গোঁজা লম্বা ছোরা। এদের মধ্যে একজনের মুখ প্রকাণ্ড, কিন্তু চোখজোড়া শুয়োরের চোখের মতো কুঁতকুঁতে। আরেকজনের নাক বিরাট। সবার মুখেই দাড়ি।

দলনেতা মোটাসোটা এক বুড়ো, চেহারা বহু ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করা নাবিকের মতো। তার কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্ট, উঁচু টুপি, উজ্জ্বল রঙের মোজা আর মোটা হিলের জুতো। তাতে আবার গোলাপ ফুল লাগানো।



এই ভারী পিপে নিয়ে বুড়ো কোথায় যেন যাচ্ছে

'এরা সবাই এমন চুপচাপ কেন?' নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে রিপ ভ্যান উইংকল। কেউ কোনো কথা বলছে না। এমনকি হাসছেও না। শুধু পিনের গায়ে বলের আঘাত লাগার শব্দ ছাড়া কোনো আওয়াজ নেই। তবে আওয়াজটা মারাত্মক। বজ্রপাতের মতো প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ে।

রিপকে নিয়ে বেঁটেখাটো বৃদ্ধকে এগোতে দেখে খেলোয়াড়দের দলটা





একদল অদ্ভুত দর্শন মানুষ নাইনপিন খেলছে

থেমে গেল। ওদেরকে ঘিরে দাঁড়াল দলটা। স্থিরদৃষ্টিতে দেখছে রিপকে। চোখের পলক পড়ছে না। তাদের কঠিন আর ঠাণ্ডা চাউনি বুকে ভয়ের কাঁপন ধরিয়ে দিল রিপ ভ্যান উইংকলের। হাঁটুজোড়া বাড়ি খেতে লাগল পরস্পরের সাথে।

ঢক করে গিলতে লাগল রিপ। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত পান করেই চলল। একসময় ঘুমে ভারী হয়ে এল চোখ। থুতনি নিচু হতে হতে ঠেকল গিয়ে বুকে। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল রিপ ভ্যান উইংকল।

তিন

রিপ ঘুম থেকে জেগে দেখে শুয়ে আছে সেই সবুজ টিলার ওপরে। এখানেই পিপেঅলা বুড়োর সাথে দেখা হয়েছিল তার। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ঘষল সে। ঝলমলে আলো ছড়াচ্ছে সূর্য। চমৎকার একটি সকাল।

'এখানে নিশ্চয়ই সারা রাত ঘুমাই নি আমি,' মনে মনে ভাবল সে।

ঘুমাবার আগে কী কী ঘটেছিল সব কথা মনে পড়ে গেল রিপ ভ্যান উইংকলের। পিপেঅলা এক বুড়ো এসেছিল, তার সঙ্গে একটা খাদের ধারে গিয়েছিল রিপ। খাদের পাশে ছিল একটা গুহা। ওখানে অদ্ভুত চেহারার একদল লোক নাইনপিন খেলছিল।

বাড়ির কথা, বউয়ের কথা মনে পড়তেই আঁতকে উঠল রিপ। মনে মনে বলল, 'মদটাই আমাকে খেয়েছে। বাড়ি ফিরে বউকে এখন কী কৈফিয়ত দেব? সে তো আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।'

বন্দুকের খোঁজে ডানে-বামে তাকাল সে। তার পাশেই পড়ে আছে অস্ত্রটা। তবে এটা পুরনো একটা বন্দুক। নলে জং ধরা, কুঁদোটা ক্ষয়ে গেছে। অথচ রিপ ভ্যান উইংকল সবসময় তার বন্দুক তেল মাখিয়ে ঝকঝকে করে রাখে।

রিপ ভাবল, 'ওই অদ্ভুত লোকগুলো আমাকে ঘুমের ওষুধ মেশানো মদ খাইয়ে দিয়ে আমার বন্দুকটা নিয়ে ভেগেছে আর এই ভাঙা, বাতিল মালটা রেখে গেছে। আমার বন্দুক চুরি করার মতলব ছিল ওদের!' রিপ ডাকল, 'উলফ!'

কিন্তু উলফের সাড়া মিলল না। হয়তো কাঠবেড়ালির পেছনে তাড়া করতে গেছে। কিংবা লোকগুলো কুকুরটাকেও নিয়ে যেতে পারে।



পুরনো একটা বন্দুক, নলে জং ধরা, কুঁদোটা ক্ষয়ে গেছে

'উলফ!' জোরে ডাকল রিপ। শিস বাজাল। কিন্তু এল না কুকুরটা।

রিপ ঠিক করল লুটেরাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। তার কুকুর আর বন্দুক ফিরে পেতেই হবে। সিধে হতে গেল রিপ, মট্‌মট্‌ করে উঠল শরীরের হাড়। নড়তে চড়তে কষ্ট হচ্ছে। 'পাহাড়ি মাটিতে শোওয়া আসলে আমার



মটমট্ করে উঠল শরীরের হাড়

পোষায় না, বাতরোগে ধরে গেছে। বউ আমাকে মেরেই ফেলবে।' বিড়বিড় করল রিপ।

আগন্তুক বুড়োর সাথে যে ঢালটাতে এসেছিল রিপ, চোখে পড়ল ওটা। গতকালও ওটা ছিল শুকনো খট্‌খটে। এখন ও জায়গায় দিব্যি পাহাড়ি

খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে। ঝোপঝাড়, লতাপাতা ডিঙিয়ে, নদীর পাশ দিয়ে চলতে কষ্টই হলো রিপ ভ্যান উইংকলের। সেই খাদের ধারে পৌঁছুল রিপ যেখানে গুহার মতো একটা জায়গা ছিল। এ জায়গায় নাইনপিন খেলছিল লোকগুলো।

কিন্তু খাদের ধারে কোনো গুহা বা গর্ত নেই। আছে নিরেট পাথুরে একটা দেয়াল। নদী এখানে জলপ্রপাতের রূপ নিয়ে গর্জন তুলে দেয়ালের ওপর থেকে আছড়ে পড়ছে নিচে।

'উলফ!' আবার হাঁক ছাড়ল রিপ ভ্যান উইংকল। শিস দিল।

'ক! ক! ক!' জবাব এল। একটা কাক। উড়ছে মাথার ওপরে। যেন রিপ ভ্যান উইংকলের দুর্দশা দেখে আফসোস করছে।

এখন কী করবে রিপ? দুপুর গড়িয়েছে। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। কুকুর আর বন্দুক ফেলে রেখে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না রিপের। ওই দুটি জিনিস ছাড়া রিপের স্ত্রী তাকে দেখলে সত্যি কাঁচা খেয়ে ফেলবে। কিন্তু পাহাড়ে বসে থাকলে খিদের জ্বালায় পটল তুলতে হবে মনে হচ্ছে। কপালে যা থাক ভেবে পুরনো বন্দুকটা নিয়ে বাড়ির পথ ধরল রিপ ভ্যান উইংকল।

গাঁয়ে ঢোকার পথে বেশ কয়েকজন লোকের সাথে দেখা হয়ে গেল তার। কিন্তু কাউকেই চিনতে পারল না সে। অবাক লাগল রিপের। অথচ গাঁয়ের প্রতিটি লোককে চেনে সে।

লোকগুলোর পরনে অদ্ভুত পোশাক। তাদের চাউনিতে মনে হলো তারাও রিপকে দেখে অবাক হয়েছে। অনেকেই থুতনি চুলকাতে লাগল আশ্চর্য হয়ে যাবার ভঙ্গিতে। রিপও থুতনি চুলকাল এবং ভয়ানক চমকে উঠল।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রিপ ভ্যান উইংকল, 'আমার দাড়ি এক ফুট লম্বা হয়ে গেল কখন!'

গাঁয়ের বাচ্চাকাচ্চারা এই অদ্ভুত বুড়োকে দেখে ঘিরে ধরল। তারা হাসছে, আঙুল তুলে তাকে দেখাচ্ছে, যেন চিড়িয়াখানার আজব চিড়িয়া রিপ ভ্যান উইংকল।

'গাঁ-টাকে কেমন অচেনা লাগছে,' ভাবছে সে, 'লোকসংখ্যা হঠাৎ করেই



লোকগুলোর পরনে অদ্ভুত পোশাক

বেড়ে গেল নাকি! আর এমন সারবাঁধা বাড়িঘর – কই গতকালও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

অদ্ভুত কিছু একটা ঘটে গেছে এদিকে। হয়তো কোনো জাদুকর জাদু করেছে গোটা গ্রাম। তবে রিপ ঠিক জায়গাতেই এসেছে। তার ভুল হতে



গাঁয়ের বাচ্চাকাচ্চারা এই অদ্ভুত বুড়োকে দেখে ঘিরে ধরল

পারে না। এখানেই তার জন্ম। ওইতো ক্যাটসকিল পর্বতমালা। ওখানে সে মাছ ধরতে যেত।

'আর দাড়িঅলা এ লোকটাও নিশ্চয়ই আমি,' জোর দিয়ে ভাববার চেষ্টা করল রিপ, 'আসলে কালকের তেজি মদটাই আমার মাথা গোলমাল করে দিয়েছে।'



তার বাড়ি কোথায়? এ তো একটা ধ্বংসস্তূপ!

রিপের সামনে বিকল্প কিছু নেই। তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। মুখোমুখি হতে হবে বদমেজাজি বউয়ের। একেকটা পা ফেলছে রিপ আর বুকের ভেতরটা ধুক ধুক করছে। এই বুঝি চিলের মতো তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল তার বউ।

বাড়ি পৌঁছে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রিপ ভ্যান

উইংকেলের। তার বাড়ি কোথায়? এ তো একটা পুরনো ধ্বংসস্তূপ! ছাদ পড়ে গেছে। একটি জানালারও গরাদ অবশিষ্ট নেই, দরজা খুলে গেছে কব্জা থেকে।

যাক, তবু উলফকে পাওয়া গেল। জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে উঠোনে।

'উলফ, এদিকে আয়,' খুশি খুশি গলায় ডাকল রিপ তার পুরনো বন্ধুকে।

অনাহার, অর্ধাহারে হাড় জিরজিরে দশা উলফের, রিপের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচাল।

'আমার নিজের কুকুরই ভুলে গেছে আমাকে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিপ।

বাড়ির ভেতরে ঢুকল সে। তার স্ত্রী ঘরদোর সবসময় পরিষ্কার রাখে। কিন্তু আজ এ কী দশা! চারদিকে ময়লার স্তূপ, কোনো আসবাব নেই। গুমোট, ভ্যাপসা একটা গন্ধ ঘরে। বউকে নিয়ে ভয়টা হঠাৎই চলে গেল রিপের, বরং তাকে দেখতে না পেয়ে উদ্বেগ বোধ করল। বউর নাম ধরে ডাকল। জবাব দিল না কেউ।

রিপ বেরিয়ে পড়ল ভগ্নপ্রায় বাড়ি ছেড়ে। দ্রুত পা চালাল সরাইখানার দিকে। পারিপার্শ্বিকতা হঠাৎ এমন অদ্ভুতভাবে বদলে গেল কীভাবে, জানতে চাইবে বন্ধুদের কাছে। কিন্তু সরাইখানার চিহ্নও নেই। ওখানে জীর্ণ একটি দালান দাঁড়িয়ে আছে, তাতে সাইনবোর্ড লেখা, 'দ্য ইউনিয়ন হোটেল, জোনাথন ডুলিটল, স্বত্বাধিকারী।' এ নাম কস্মিনকালেও শোনে নি রিপ।

সরাইখানার সামনে বড় একটি দেবদারু গাছ ছিল। সেখানে জায়গা দখল করেছে একটি পতাকার দণ্ড। দণ্ডের মাথায়, বাতাসে উড়ছে তারা আর স্ট্রাইপ-খচিত পতাকা। এরকম পতাকা কোনোদিন দেখে নি রিপ।

সরাইখানার সামনে রাজা জর্জের যে ছবি সর্বক্ষণ টাঙানো থাকত, তাও অদৃশ্য। তার বদলে নীল কোট পরা এক লোকের ছবি। লোকটির মাথায় টুপি, হাতে তরবারি। ছবির নিচে নাম লেখা জেনারেল ওয়াশিংটন।

'এই জেনারেল ওয়াশিংটনটা কে?' অবাক রিপ।



সরাইখানার চিহ্নও নেই

আগের মতোই দালানের সামনে লোকের ভিড় চোখে পড়ল তার। তবে কাউকে চিনতে পারল না। নিকোলাস ভেডার তার পাইপ নিয়ে এদের মধ্যে নেই। স্কুলমাস্টার ভ্যান ভ্যানডারকেও দেখা গেল না লোকজন-পরিবৃত হয়ে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে। আর এই অচেনা লোকগুলো



রাজার অনুগত প্রজা

যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলছে তা আগে শোনে নি রিপ। এক রোগা তরুণ 'কংগ্রেস,' 'স্বাধীনতা,' 'বিপ্লব' ইত্যাদি নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। তার ভাষণের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না রিপ।

রিপ এগিয়ে গেল ভিটার দিকে। পেছন পেছন দুষ্টু ছেলেমেয়ের দল।

তরুণের দৃষ্টি আটকে গেল তার ওপর। থেমে গেল ভাষণ। তরুণের চোখ অনুসরণ করে অন্য সবাই ফিরে চাইল রিপ ভ্যান উইংকলের দিকে।

'আপনি কার পক্ষে, দাদু?' জিজ্ঞেস করল তরুণ।

রিপ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। এ লোক কী বলছে?

'আপনি ফেডেরাল না ডেমোক্র্যাট?' প্রশ্ন করল আরেকজন। কী জবাব দেবে বুঝতে পারল না রিপ।

'আপনি নির্বাচনে এসেছেন হাতে বন্দুক আর পেছনে দলবল নিয়ে,' কঠিন গলায় বলল তৃতীয় জন, 'দাঙ্গা বাধানোর মতলব আছে নাকি?'

'ভায়েরা,' বলল রিপ, 'আমি নিতান্তই গরিব আর গোবেচারা একজন মানুষ। রাজার অনুগত প্রজা। ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করুন।' এ কথা শোনা মাত্র তীব্র চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। একসাথে চেঁচিয়ে উঠল সবাই, 'টোরি! টোরি! বুড়ো একটা গুপ্তচর! ওকে গ্রেপ্তার করো!'

চার

'সবাই চুপ করো,' চেঁচিয়ে উঠল তেকোণা টুপিপরা এক লোক। চেহারা এবং ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় দলনেতা গোছের কিছু। রিপের দিকে ঘুরল সে কঠিন মুখে। বজ্রগম্ভীর গলায় জানতে চাইল, 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন, আর কী চান?'

জবাব দিল রিপ ভ্যান উইংকল, 'আমি কারও ক্ষতি করতে আসি নি, আমার প্রতিবেশীদের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। এখানে বসে তাদের সাথে আড্ডা দিতাম।'

'প্রতিবেশী? কেমন প্রতিবেশী? তাদের নাম বলুন।'

'বলছি,' বলল রিপ, 'তার আগে বলুন নিকোলাস ভেডার কোথায়? সরাইখানার মালিক ছিল সে।'

নীরবতা নেমে এল জনতার মাঝে। তারা একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। দৃষ্টিতে কৌতূহল।



নিকোলাস ভেডার আঠারো বছর আগে মারা গেছেন

অবশেষে অশীতিপর এক বৃদ্ধ বললেন, 'নিকোলাস ভেডার আঠারো বছর আগে মারা গেছেন। গির্জার সমাধিস্তম্ভে কবরের ওপরে কাঠের একখানা ফলক ছিল ভেডারের নামে। তবে ফলকটা এখন আর নেই। ভেঙে গেছে কবে!'

'তা হলে ব্রম ডাচার কোথায়?' আরেক বন্ধুর খবর জানতে চাইল রিপ।

'যুদ্ধের সময় সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়,' জবাব দিল আরেকজন, 'হয় সে গুলি খেয়ে মরেছে, কিংবা সাগরে সলিলসমাধি ঘটেছে। তার ভাগ্যে আসলে কী ঘটেছে জানে না কেউ। তবে ফিরে আসে নি সে কোনো দিন।'

'স্কুলমাস্টার ভ্যান বামেল?'

'তিনিও যুদ্ধে গিয়েছিলেন,' জবাব এল, 'মিলিশিয়া বাহিনীর সেনাপতি হয়েছিলেন ভ্যান বামেল। বর্তমানে কংগ্রেসে আছেন।'

এসব কথা শুনে রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে গেল রিপ ভ্যান উইংকল। নিজেকে ভীষণ একা আর নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল তার। বুঝতে পারছে না আসলে ঠিক কত দিন পার হয়ে গেছে। আর এরা কোন যুদ্ধের কথা বলছে? তা ছাড়া কংগ্রেস কথাটারই বা মানে কী?

'এখানে কেউ রিপ ভ্যান উইংকলকে চেন?' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'ওহ্, রিপ ভ্যান উইংকল!' সমস্বরে চেঁচাল সকলে, 'চিনি। ওই তো রিপ ভ্যান উইংকল, গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

ঘুরল রিপ। গাছের গায়ে যে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে তারই অবিকল প্রতিরূপ। তবে এ জোয়ান বয়সের রিপ ভ্যান উইংকল, যে বয়সে দাড়িঅলা রিপ গিয়েছিল পাহাড়ে, কাঠবেড়ালি শিকারে।

'তা হলে ওটাই আমি,' বিড়বিড় করল রিপ, 'নাকি আমিই আমি'।

'হ্যাঁ,' বলে উঠল তেকোণা হ্যাট, 'বলুন কে আপনি? কী আপনার পরিচয়?'

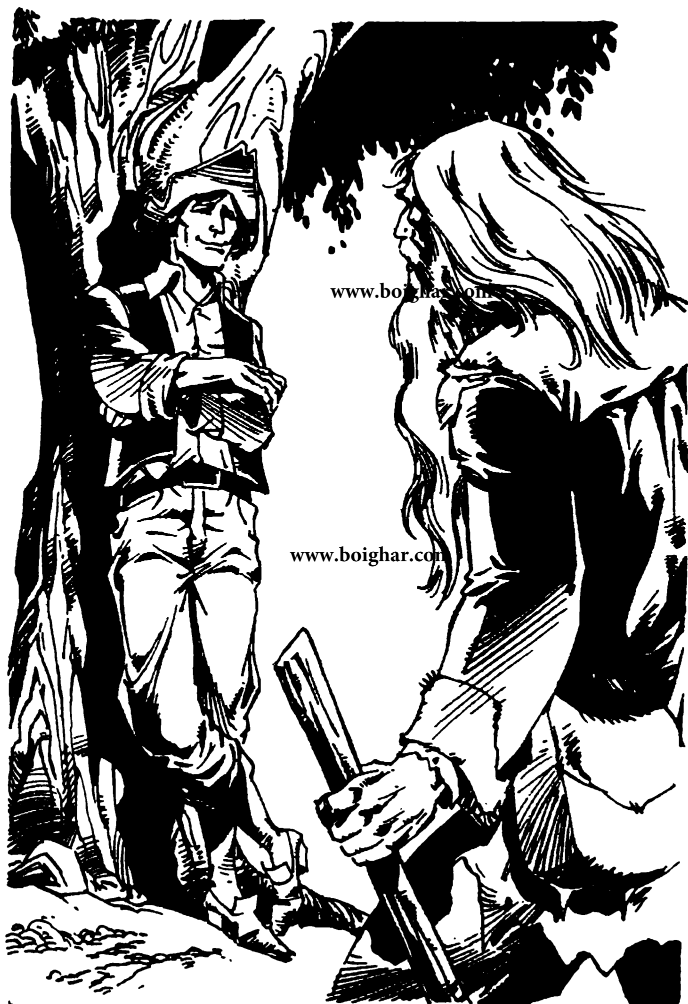
'ঈশ্বর জানেন,' জবাব দিল রিপ, 'আমি আর সেই আমি নেই। আমি অন্য কেউ। ওই গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো লোকটা আমি। না, ভুল বললাম। ও আসলে আমার চেহারায় অন্য কেউ। গত রাতেও আমি আমিই ছিলাম। পাহাড়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওরা আমার বন্দুকটা নিয়ে গেছে। বদলে আরেকটা বন্দুক রেখে গেছে। ওরা আমার



নিজেকে ভীষণ একা আর নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল

সবকিছু বদলে দিয়েছে। আমাকেও। আমি তোমাদেরকে বলতে পারব না- কে আমি, কী আমার পরিচয়!'

জনতা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। দাড়িঅলা লোকটার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। কেউ কেউ নিজের মাথায় আঙ্গুলের



গাছের গায়ে যে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে তারই অবিকল প্রতিরূপ

টোকা দিয়ে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল, 'বুড়ো আসলে পাগল।'

'এ লোক খেপে গিয়ে হঠাৎ গুলি করে বসতে পারে,' মন্তব্য করল একজন, 'এর হাতে বন্দুক থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। বন্দুকটা নিয়ে নাও কেউ।'

এমন সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সুন্দরী এক তরুণী, কোলে বাচ্চা। বাচ্চাটা দাড়িঅলা জংলি চেহারার রিপ ভ্যান উইংকলকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারস্বরে জুড়ে দিল চিৎকার।

'চুপ, রিপ,' মা মৃদু গলায় ধমক দিল বাচ্চাকে, 'বুড়ো মানুষটি তোমার কোনো ক্ষতি করবেন না।'

বাচ্চাটির নাম এবং তরুণীর চেহারা দেখে মনে মনে একটা ধাক্কা খেল রিপ ভ্যান উইংকল।

'কী নাম তোমার, মা জননী?' জানতে চাইল সে।

'জুডিথ গার্ডেনিয়ার,' জবাব দিল তরুণী।

'আর বাবার নাম?'

'বেচারা বাপ আমার!' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি, 'তার নাম ছিল রিপ ভ্যান উইংকল। কুড়ি বছর আগে আমার বাবা বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছিল শিকার করতে। আর ফিরে আসে নি। তার কুকুরটা ফিরে এসেছিল তাকে ছাড়াই। সে আত্মহত্যা করেছে নাকি তাকে ইন্ডিয়ানরা ধরে নিয়ে গেছে কেউ বলতে পারে না। আমি তখন শিশু।'

আর একটি প্রশ্ন করার দরকার ছিল রিপের। প্রশ্নটা করার সময় গলা কেঁপে গেল তার, 'আর তোমার মা?'

'আমার মাও নেই। বছর কয়েক আগে মারা গেছে সে। নিউ ইংল্যান্ডের এক ফেরিঅলার সাথে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল মার। রাগের চোটে স্ট্রোক করে মারা যায় সে।'

খবরটা শুনে খানিক স্বস্তিবোধ করল রিপ। সে তরুণীকে জড়িয়ে ধরল দুহাতে।

'আমিই তোর হারিয়ে যাওয়া বাপ!' কেঁদে ফেলল সে, 'আমিই সেই হতভাগ্য রিপ ভ্যান উইংকল। ছিলাম তরুণ, হয়ে গেছি বুড়ো। কেউ আমাকে চিনতে পারছে না?'



তার কুকুরটা ফিরে এসেছিল তাকে ছাড়াই

সবাই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রিপ ভ্যান উইংকলের দিকে। শেষে থথুড়ে এক বুড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তার মুখ।



আমিই তোর হারিয়ে যাওয়া বাপ।

'হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই,' বলল বুড়ি, 'এই সেই হারিয়ে যাওয়া রিপ ভ্যান উইংকল। বাড়িতে স্বাগতম, পুরনো প্রতিবেশী আমার। দীর্ঘ কুড়িটি বছর কোথায় লুকিয়ে ছিলে তুমি?'

রিপ তার গল্প বলল। তবে খুব বেশি লম্বা নয় সে গল্প। তার কাছে কুড়িটি বছর যেন একটি মাত্র রাত।

রিপ ভ্যান উইংকলের অদ্ভুত গল্প শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল উপস্থিত জনতার। বেশিরভাগ মানুষ অবিশ্বাসের হাসি হেসে মাথা নাড়তে লাগল।

তবে এক বুড়ো ওলন্দাজ, সে গাঁয়ের সবচেয়ে বয়সী মানুষ, পুরোপুরি বিশ্বাস করল রিপ ভ্যান উইংকলের গল্প।

'ক্যাটসকিল পাহাড়ে সব সময়ই অপদেবতারা ঘুরে বেড়ায়,' বলল সে।

'হেনরি হাডসন, যিনি প্রথম এ এলাকায় আসেন এবং তার নামে হাডসন নদীর নাম রাখা হয়, প্রতি কুড়ি বছর অন্তর এ এলাকায় তিনি দলবলসহ ফিরে আসেন নিজের নতুন আবিষ্কার দেখতে। আমার বাবা একদিন তাকে দেখেছে একটা গুহার মধ্যে নাইনপিন খেলতে। আমি নিজের কানে তাদের বল ছোঁড়ার শব্দ শুনেছি। মনে হচ্ছিল বজ্রপাত ঘটছে।'

তখন নির্বাচনী হাওয়ায় উড়ছে লোকজন। তাই তারা রিপ ভ্যান উইংকলের ব্যাপারে কিছুদিনের মধ্যেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। রিপের মেয়ে তার বাবাকে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। তার বাড়িটি খুব সুন্দর। রিপের জামাই হাসিখুশি এক কৃষক। একসময় রিপের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াত ছেলেটা। সে অবশ্য কুড়ি বছর আগের কথা।

রিপের ছেলে খামারে কাজ করে। তবে বাপের মতোই কাজকামে তার মনোযোগ কম। বেশিরভাগ সময় তার ব্যস্ত সময় কাটে মাছ ধরে কিংবা কাঠবেড়ালি শিকারে।

রিপ তার পুরনো কয়েকজন বন্ধুর খোঁজ পেলেও তারা অনেক বুড়িয়ে গেছে। তাই সে তরুণদের সাথে বন্ধুত্ব করল।

বাড়িতে তেমন কাজ নেই রিপ ভ্যান উইংকলের। সে এমন একটা বয়সে পৌঁছেছে যে সময়ে বুড়োরা ঘরের দাওয়ায় বসে ঝিমোয় আর তামাক খায়। রিপ ভ্যান উইংকল সারা দিন সরাইখানার সামনে বসে থাকে। কেউ তাকে বিরক্ত করে না।



মেয়ে তার বাবাকে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে

রিপের কাছে অনেকেই আসে গল্প শুনতে। তারা জানতে চায় 'যুদ্ধের আগে দেশের পরিস্থিতি কী রকম ছিল। একটা বিপ্লব যে ঘটে গেছে দেশে এটা বুঝে উঠতে রিপ ভ্যান উইংকলের অনেক সময় লেগেছে।



রিপ ভ্যান উইংকল সারাদিন সরাইখানার সামনে বসে থাকে

আমেরিকা স্বাধীন হয়ে গেছে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে। এখন সে আমেরিকার স্বাধীন নাগরিক, রাজা জর্জের প্রজা নয়।

রিপের অবশ্য রাজনীতি নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। তবে স্বাধীন



হোটেলে যেই আসুক, শুনতে চায় রিপ ভ্যান উইংকলের গল্প

নাগরিক হওয়ার অর্থ সে বোঝে। তাকে আর স্ত্রীর বকা খেতে হবে না। সে নিজের ইচ্ছেমতো যা খুশি করতে পারবে, স্ত্রীর ভয়ে আর সারাক্ষণ সিঁটিয়ে থাকতে হবে না। কেউ তার স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করলে সে কাঁধ

ঝাঁকিয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। তার চেহারা দেখে বোঝা যায় না, মৃত স্ত্রীর কথা শুনে সে দুঃখিত হয়েছে নাকি খুশি হয়েছে।

হোটেলে যেই আসুক, শুনতে চায় রিপ ভ্যান উইংকলের গল্প। গাঁয়ের সবার মুখস্থ হয়ে গেল রিপের গল্প। কেউ কেউ জোর গলায় বলে, তারা বিশ্বাস করে না এ গল্প। যুক্তি দেখায়, রিপ আসলে পাগল হয়ে গিয়েছিল, গোটা কাহিনীই তার অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের ফসল।

তবে বুড়ো ওলন্দাজরা বিশ্বাস করে রিপ ভ্যান উইংকলের গল্প। আজও, গরমের কোনো বিকেলে ক্যাটসকিল পর্বতমালা থেকে বজ্রপাতের শব্দ ভেসে এলে তারা বলে, 'ওই যে হেনরি হাডসন তাঁর দলবল নিয়ে পাহাড়ে এসে নাইনপিন খেলছেন।'



আমার বাগান থেকে বেরোও!

সোনালি স্বপ্ন

এক

'বেরোও আমার বাগান থেকে!' উলফার্ট ওয়েবার খেঁকিয়ে উঠল ছেলেপুলেদের দিকে তাকিয়ে। বাচ্চাগুলো তার বাগানে বাঁধাকপি চুরি করতে এসেছিল। তাড়া খেয়ে পালাল। ঘরে ঢুকে উলফার্ট তার স্ত্রীকে

বলল, 'শহরের আয়তন বাড়ছে। প্রতিবেশীগুলোর বিরক্তিকর বাচ্চারা বড্ড জ্বালাতন করে।'

সময়টা অষ্টাদশ শতক। ওই সময় বিশাল মহানগর নিউইয়র্ক ছিল ম্যানহাটান দ্বীপের ছোট্ট একটি শহর। উলফার্ট এবং তার স্ত্রী থাকে শহরের বাইরে। তার পূর্বপুরুষরা যখন নতুন দেশে আসেন তখন ইউরোপের সবচেয়ে ভালো বাঁধাকপি নিয়ে এসেছিলেন। উলফার্টের বাঁধাকপি শহরবিখ্যাত।

ওই সময় দ্রুত বেড়ে উঠছিল শহর। চারপাশে গজিয়ে উঠছিল নতুন নতুন ঘরবাড়ি। ছোট গলি-উপগলিগুলো হয়ে উঠেছিল ব্যস্ত রাস্তা। তবে শহুরে কোলাহল আর লোকজনের আনাগোনা ভালো লাগে না উলফার্টের। ক্রমে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা এ নগরীর প্রায় সবারই পয়সাপাতি হচ্ছে, উলফার্ট ছাড়া। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে, অথচ জমিতে আগের চেয়ে বেশি বাঁধাকপি ফলাতে পারছে না সে। তাই দুশ্চিন্তায় সারাক্ষণ মেজাজ বিগড়ে থাকে।

সে স্ত্রীকে বলে, 'সংসার চালাতে কষ্ট হতো না, যদি শুধু আমরা দুজনে থাকতাম। কিন্তু এমিরও আলাদা একটা খরচ আছে।'

ওয়েবার দম্পতি তাদের একমাত্র মেয়ে এমির ব্যাপারে টানাটানির সংসারেও যথেষ্ট উদারহস্ত। এমি যা চায়, সাধ্যের মধ্যে থাকলে বাবা মেয়েকে তা জোগাড় করে দেয়। এমির অবশ্য গুণও আছে। সে খুব ভালো সেলাই জানে, আচার বানাতে তার জুড়ি নেই। সে বাঁধাকপির ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল ফুলের গাছ পুঁতে রাখে। ফলে বাগানের চেহারাই যায় বদলে।

এমির বয়স ১৭। অপূর্ব এই সুন্দরী আর দশটা তরুণীর মতোই ভালোবাসে সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় এবং গহনা। তবে সেলাই করা বা আচার তৈরির শখের চেয়েও ইদানীং একটি বিষয়ে এমির আগ্রহ বেশি লক্ষ করছে ওয়েবার দম্পতি। তার আগ্রহের পাত্রটি হলো ডার্ক ওয়ালড্রন নামের এক যুবক। গরিব বিধবা মায়ের ছেলে ডার্ক। পেশিবহুল শরীরে অনেক জোর, মুখখানা ভোরের শিশিরের মতো তাজা। নিজে কথা কম বলে, তবে ওয়েবার পরিবারের সকল সদস্যের কথা দীর্ঘ সময় ধরে



এমিরও আলাদা একটা শখ আছে

শুনতে তার ভালোই লাগে। নিজেই উলফার্টের পাইপে তামাক ভরে দেয়। মিস্টার ওয়েবার উল বোনার সময় উলের বলটা ধরে রাখে হাতে। কাপে চা ঢেলে পরিবেশন করে সবাইকে।

এমি মাঝে মাঝেই চোরা চোখে তাকায় ডার্কের দিকে বাবার নজর এড়িয়ে। অবশ্য ওদিকে লক্ষ করার সময়ও নেই উলফার্টের। সে


গরিব বিধবা মায়ের ছেলে ডার্ক

অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে সারাক্ষণ ভাবতে থাকে সংসারে কী করে দুটো পয়সা বেশি আয় করা যায় তা নিয়ে। তবে এক রাতে, এমি ডার্ককে বিদায় জানাতে দোরগোড়ায় গেলে, উলফার্ট পরিষ্কার শুনতে পায় চুমুর শব্দ।

'আমি কিছু ভুল শুনলাম না তো?' ভাবল সে, 'আমার ছোট্ট মেয়েটা হঠাৎ

করেই যেন বড় হয়ে গেছে। আর আজব ব্যাপার, মনে হচ্ছে সে প্রেমেও পড়েছে।'

উলফার্ট বাবা হিসেবে যথেষ্ট উদার, তবে সাবধানীও। জানে যুবক ডার্কের পয়সা নেই, জমি নেই, বাড়িঘর নেই। মেয়ে ওই ছেলেকে বিয়ে করলে তাকে খামারবাড়ির একটা অংশ ছেড়ে দিতে হবে নবদম্পতির জন্যে। কিন্তু জমি থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে উলফার্টের নিজের সংসারই চলে না। জামাইকে ভাগ দিলে তো আরও মুশকিলে পড়ে যাবে সে। কাজেই অঙ্কুরেই প্রেমের মুকুল নষ্ট করে দিতে হবে। তাই সে এ বিষয়ে সরাসরি কথা বলল মেয়ের সাথে।

'আমি ডার্ক ওয়ালড্রনকে আমার বাড়িতে আর দেখতে চাই না,' ঘোষণা করল উলফার্ট 'তুমি কষ্ট পাবে জানি। কিন্তু তোমার ভালোর জন্যেই বললাম কথাটা।'

বাবার আদেশ শুনে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করল এমি। তবে বাবা-মার অত্যন্ত বাধ্যগত মেয়ে বলে এ নিয়ে কোনো প্রতিবাদ করল না সে, মুখ গোমড়া করেও থাকল না। পরদিন থেকে ডার্কের ও বাড়িতে ঢোকা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তাই বলে দেখা-সাক্ষাৎ থেমে থাকল না। রান্নাঘরের জানালার বাইরে, কিংবা বাগানের বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলল ওরা চুপিচুপি।

উলফার্ট অবসর কাটাতে প্রায়ই উত্তরে নদীর ধারে এক সরাইখানায় যায়। এটি একটি পুরনো ওলন্দাজ শুঁড়িখানা। এখানে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারে সে, ঘোড়ার খুরের নালে শান দিতে দিতে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কথা বলে।

শরতের এক দিনে, বেশ ঝড়ো হাওয়া বইছে, উলফার্ট ঢুকল সরাইতে। বাইরে হিম ঠাণ্ডা। তাই ভেতরে বসেছে সবাই। শনিবার, ছুটির দিন বলে ভিড়ও নেহায়েত কম নয়।

'আজ রাতে সোনার খনির লোকগুলোর খবর আছে,' বলল সরাইর মালিক, 'এমন ঠাণ্ডায় খনিতে নামা চাট্টিখানি কথা নয়।'



তোমার ভালোর জন্যেই বললাম কথাটা

‘ওরা আবার কাজে নেমেছে নাকি?’ প্রশ্ন করলেন একচোখা এক ইংরেজ সেনা কর্মকর্তা। এ লোকের প্রতিদিন সরাইতে আসা চাই-ই চাই।

‘অবশ্যই,’ জানাল সরাইর মালিক, ‘দেরিতে হলেও ভাগ্যদেবী মুখ তুলে চেয়েছে ওদের দিকে। স্টাভেসানের ফলবাগানের পেছনে ওরা এক ঘড়া



বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারে সে

সোনার মোহর পেয়েছে। ওগুলো নিশ্চয়ই ডাচ গভর্নর পিটার স্টাভেসানের সোনা। উনিই হয়তো ওখানে ঘড়াটা পুঁতে রেখেছিলেন।'

'যাহ্! তা হয় নাকি!' অবিশ্বাসে ডানে বামে-মাথা নাড়লেন সেনা অফিসার।



কর্নি ভ্যান জানড্ট নিজের চোখে ভূতটাকে দেখেছে

'বিশ্বাস করা না করা আপনার মর্জি,' বলল সরাইর মালিক 'তবে সবাই জানে পিটার স্টাভেসান ইংরেজদের হামলার খবর পেয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা-কড়ি লুকিয়ে ফেলেন। কেউ কেউ তার ভূতও দেখেছে ফলবাগানের পাশে ঘুরে বেড়াতে।'

'উঁহু, বিশ্বাস হয় না আমার,' বললেন কর্মকর্তা।

'কর্নি ভ্যান জানড্ট নিজের চোখে ভূতটাকে দেখেছে,' বলল সরাইর মালিক, 'একদিন মাঝরাতে বাড়ি ফিরছে সে, দেখে পিটার স্টাভেসান কাঠের পা টেনে টেনে হাঁটছেন। হাতের খোলা তরবারি থেকে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন। লুকানো গুপ্তধনে বাইরের লোকের হাত পড়েছে বলেই তার ভূত এসে হাজির হয়েছে।'

উলফার্ট ওয়েবার হাঁ করে গিলছিল প্রতিটি শব্দ। কান খাড়া করে শুনল গুপ্তধনের গল্প। গুপ্তধনের কিছুটা ভাগ যদি আমি পেতাম! মনে মনে ভাবল সে।

দুই

বুড়ো পিচি প 'ভ্যান হুক সরাইখানা'র যে কারও চেয়ে ভালো গল্প জানে। আর গল্প শোনাতে তার উৎসাহেরও কমতি নেই। 'লোকে বলে এ দ্বীপের বিভিন্ন জায়গায় সোনা লুকানো আছে,' শুরু করল সে, 'বুড়ো ওলন্দাজরা প্রচুর ধন-সম্পদ লুকিয়ে রেখে গেছে মাটির তলায়।'

'গোল্লায় যাক তোমার বুড়ো ওলন্দাজ,' চেঁচিয়ে উঠলেন ইংরেজ অফিসার, 'গুপ্তধনটা আসলে লুকিয়ে রেখেছে ক্যাপ্টেন কিড আর তার নাবিকরা।

ক্যাপ্টেন কিডের গল্প বললেন তিনি। সাগরে তার মতো দুর্ধর্ষ জলদস্যু নাকি দ্বিতীয়টি ছিল না। ম্যানহাটান দ্বীপের কোথাও জাহাজবোঝাই লুটের মাল সে লুকিয়ে রেখেছে বলে শোনা যায়।

গুপ্তধনবিষয়ক প্রতিটি শব্দ ও বাক্য ভালোমতো মাথায় গেঁথে নিল উলফার্ট ওয়েবার। বাড়ি ফেরার পথে এ চিন্তায় মশগুল থাকল মন। আহ্, যদি সে গুপ্তধনটা পেয়ে যেত। 'এমন দুর্ভাগা কেন আমি?' নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে উলফার্ট।

'অনেক লোকই আছে যারা বিছানায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুধু সোনার স্বপ্ন দেখে। পরদিন ঘুম ভেঙে তারা মাটি খুঁড়ে পেয়ে যায় আলুর মতো



ওলন্দাজরা প্রচুর ধন-সম্পদ লুকিয়ে রেখে গেছে মাটির তলায়

ডাবলুন (স্পেনের স্বর্ণমুদ্রা), আর আমার স্বপ্নজুড়ে থাকে শুধু দুশ্চিন্তা। আমি সকালবেলা ক্ষেতে যাই বাঁধাকপি তুলতে।'

সে রাতে দারুণ মন খারাপ করে ঘুমাতে গেল উলফার্ট ওয়েবার। তবে ঘুমিয়ে পড়ল শীঘ্রই এবং স্বপ্নে দেখল তার বাগানে গুপ্তধন পেয়ে গেছে।



স্বপ্নে দেখল তার বাগানে গুপ্তধন পেয়ে গেছে

যতবার মাটি খুঁড়ল সে বেলচা দিয়ে, ততবার তাল তাল সোনা, হিরে আর টাকার বস্তা বেরিয়ে আসতে লাগল। ঘুম ভাঙার পরে স্বপ্নের কথা মনে করে আবার বেজায় মন খারাপ হয়ে গেল উলফার্টের। আজ তার মাঠেই

যেতে ইচ্ছে করল না। চিমনির পাশে বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিল মাটিতে লুকানো গুপ্তধনের কথা ভেবে।

পরবর্তী রাতে আবার একই স্বপ্ন দেখল উলফার্ট। পরের দিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করল উলফার্ট তার স্বপ্ন যেন সত্যি হয়।

তৃতীয় রাতে আর ঘুমই আসে না উলফার্টের। নিদ্রাদেবীকে বহু সাধ্যসাধনার পরে ঘুম পাতাল। তবে সে রাতেও যথারীতি সোনা পাবার স্বপ্ন দেখল সে।

পরদিন সকালে উঠে ভাবল উলফার্ট, 'পরপর তিন রাত একই স্বপ্ন দেখেছি, এ স্বপ্ন কিছুতেই মিথ্যা হতে পারে না।'

এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়ল উলফার্ট যে, ভুলে উল্টো করে গায়ে জামা পরল। সে ধনী হয়ে গেছে! এখন শুধু বাঁধাকপির মাঠ চষে ফেললেই হলো। পেয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত গুপ্তধন।

নাশতা খাওয়ার সময় সে এমিকে বলল, তার চায়ে একখণ্ড সোনা ঢেলে দিতে। স্ত্রীর দিকে প্যান কেকের প্লেটটা ঠেলে দিয়ে বলল, সোনার ডাবলুন তুলতে যাচ্ছে সে, স্ত্রীর সাহায্য লাগবে। তবে সমস্যা হলো কাজটা গোপনে কীভাবে করবে উলফার্ট? জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়টা থাকছেই। সিদ্ধান্ত নিল, রাতের বেলা মাটি খুঁড়বে সে।

প্রতিদিন রাতের বেলা কোদাল আর বেলচা নিয়ে মাঠে চলে যায় উলফার্ট। লণ্ঠনের আলোয় যত দ্রুত পারে খুঁড়ে চলে মাটি। গোটা মাঠ খুঁড়ে ফেলল সে গুপ্তধনের সন্ধানে। এবড়োথেবড়ো মাঠটি বোমায় বিধ্বস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মতো দেখাচ্ছিল।

'তুমি তো সমস্ত বাঁধাকপি তুলে ফেললে গো!' অনুযোগ করল উলফার্টের স্ত্রী।

'তুমি আমার সমস্ত ফুলগাছ নষ্ট করে ফেলেছ!' কাঁদো কাঁদো গলা মেয়ে এমির।

'এতে কিছু আসে যায় না,' বউ আর মেয়েকে সান্ত্বনা দেয় উলফার্ট। 'আমরা শীঘ্রই ধনী হয়ে যাব। অনেক অনেক ধনী!'



গোটা মাঠ খুঁড়ে ফেলল সে গুপ্তধনের সন্ধানে

উলফার্টের বউ ও মেয়ে ভাবতে লাগল লোকটা নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যেও সে সোনা! সোনা! বলে চেঁচিয়ে ওঠে। দিনের বেলা যেন একটা ঘোরের মধ্যে হাঁটাচলা করে।

ওয়েবারের বউ তার বান্ধবীদেরকে জানাল স্বামীর পাগলামির কথা।



তুমি আমার সমস্ত ফুলগাছ নষ্ট করে ফেলেছ!

বাবার চিন্তায় অস্থির এমি কাজে মন বসাতে পারছে না, সেলাই-ফোঁড়াতে বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে।

'দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' মেয়েকে উৎসাহ দেয় বাবা। 'একদিন ভ্যান হর্নস ও ভ্যান ড্যামসদের মতো বড়লোক হয়ে যাব আমরা। স্বয়ং গভর্নর সেধে



ধনী হবার বদলে সে গরিব হয়ে যাচ্ছিল

এসে তার ছেলের সাথে তোর বিয়ে দিতে চাইবে।'

এমি তার বাবার প্রলাপ শুধু শুনে যায়। কোনো মন্তব্য করে না।

খোঁড়াখুঁড়ি সমানে চালিয়ে গেল উলফার্ট। স্বপ্নে অবশ্য নির্দেশ পায় নি ঠিক কোন জায়গাটিতে খুঁড়তে হবে। তার বাঁধাকপির মাঠের আয়তন কম

বড় নয়। তাই সব জায়গায় সে খুঁড়ে চলেছে। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে শীত এসে গেল। তবু মিলল না গুপ্তধন।

তুষারপাতে শক্ত পাথর হয়ে গেল মাটি। আর এমন হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় রাতের বেলা মাটি খুঁড়তে বেরুবার প্রশ্নই ওঠে না। তবে শীত বিদায় নিয়ে বসন্ত আসতেই মহা উৎসাহে উলফার্ট আবার নেমে পড়ল খোঁড়াখুঁড়িতে।

দিনের বেলা কোনো কাজ করে না উলফার্ট, স্রেফ বসে থাকে। রাতের বেলা চলে আসে মাঠে। একটার পর একটা গর্ত খোঁড়ে। কিন্তু পায় না কিছুই। ফসল ফলাচ্ছিল না বলে ধনী হবার বদলে সে গরিব হয়ে যাচ্ছিল। সারাটা গ্রীষ্ম গেল খোঁড়াখুঁড়িতে। হুট করে চলে এল শরৎ। এখনো মেলে নি সোনার সন্ধান।

আবার কনকনে হাওয়া নিয়ে আবির্ভাব ঘটল শীতের। উলফার্ট এ বছর বাঁধাকপি বিক্রি করতে পারল না বাজারে। ফলনই হয় নি, বিক্রি করবে কোত্থেকে ? ফলে সংসারে টান পড়ল। আর দুশ্চিন্তায় মাথা আর ভার হতে লাগল উলফার্টের।

শুরুতে উলফার্টের প্রতিবেশীরা ভেবেছিল মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে তার। তাই তারা উলফার্টকে সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দিত। কিন্তু হতদরিদ্র হয়ে যাওয়ায় সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। শুধু একজন ছাড়া। সে ডার্ক ওয়ালড্রন। এমিকে সে এখনো ভালোবাসে। আর এমি তাকে রান্নাঘরের জানালার পাশে দেখতে পেলে মিষ্টি হাসি উপহার দেয়। এমিরা এখন গরিব হয়ে গেছে বলে সে যেন মেয়েটিকে আরও বেশি করে ভালোবাসছে।

তিন

উলফার্ট অনেক দিন হয়ে গেল তার আড্ডার জায়গা সরাইখানায় যায় না। এক শনিবারের বিকেলে মনটা কেমন আনচান করতে লাগল। হাঁটা দিল যেদিকে দুচোখ যায়, সেদিকে। হাঁটতে হাঁটতে সে লক্ষ করল, চলে এসেছে সরাইখানার সামনে।



এমিকে সে এখনও ভালোবাসে

ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না, মনস্থির করতে পারছে না উলফার্ট। বন্ধুরা এখন তাকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু কারও সাথে কথা বলতে না পারলে দম ফেটে মরে যাবে উলফার্ট। তাই সরাইর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

পুরনো বন্ধুদের সবাই আছে এখানে। এক আগন্তুককে ঘিরে বসেছে তারা। লোকটা নজর কেড়ে নিল উলফার্টের। এ লোকের চেহারা জাহাজের নাবিকদের মতো। রুক্ষ, চোয়াড়ে মুখ। গালের একপাশ দিয়ে গভীর একটা কাটা দাগ ওপরের ঠোঁট ছুঁয়েছে। কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত। জোরে জোরে কথা বলছে সে। গলায় কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট। উলফার্টকে একপাশে টেনে নিয়ে পিচি প বলল, 'লোকটাকে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ। লোকটা অদ্ভুতই বটে।'

গল্পটা শোনাল পিচি প। বেশ কয়েক মাস আগে, ভয়ংকর এক ঝড়ের রাতে জাহাজডুবি হয়ে সাগরজলে ভাসতে ভাসতে লোকটি তীরে উঠে আসে, সাথে প্রকাণ্ড এক কাঠের সিন্দুক। সরাইখানায় একটি ঘর ভাড়া নেয়। তারপর থেকে এখানেই থাকছে। বেশিরভাগ সময় সে দাঁড়িয়ে থাকে জানালার পাশে, টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে সাগর দেখে। প্রতিটি জাহাজ পর্যবেক্ষণ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

'লোকটা দারুণ দারুণ গল্প বলে,' ফিসফিস করল পিচি প।

'গত কুড়ি বছরে সাগরের সমস্ত জলদস্যুতার কাহিনী তার ঠোঁটে বন্দি। সোনাবোঝাই স্প্যানিশ জাহাজের সাথে জলদস্যুদের রোমহর্ষক লড়াইয়ের গল্প বলে সে রসিয়ে রসিয়ে।'

আগন্তুকের গল্পের মাঝে কেউ কোনো প্রশ্ন করলে কিংবা ব্যাখ্যা চাইলে রেগে যায় সে। চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি কী জান? তুমি কি ছিলে ওখানে?'

অনেকের সন্দেহ আগন্তুক নিজেই একজন জলদস্যু, নইলে জাহাজলুটের এমন নিখুঁত বর্ণনা সে দেয় কীভাবে? হয়তো জলদস্যুতায় নিজেই অংশ নিয়েছিল সে, যুদ্ধও করেছে। রহস্যময় লোকটিকে বিপজ্জনক বলে মনে হয় সরাইমালিকের। লোকটিকে ভাগিয়ে দিতে চায় সে। কিন্তু কীভাবে কাজটা করবে জানে না।

উলফার্ট আগন্তুককে দেখে প্রথমে অবাক হলেও তার গল্প শুনতে আগ্রহী হয়ে উঠল। জলদস্যুর গুপ্তধনের ব্যাপারে তার কৌতূহল বরাবরই



প্রতিটি জাহাজ পর্যবেক্ষণ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

অসীম। সে টেবিলের ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। কান খাড়া। ঘরের প্রতিটি শব্দ তার শোনা চাই। নাবিক একটু পরেই একটি স্প্যানিশ মালবাহী জাহাজের গল্প শুরু করল। জাহাজটি জলদস্যুদের খপ্পরে পড়েছিল।



ঘরের প্রতিটি শব্দ তার শোনা চাই

'ভয়ানক লড়াই হয়েছিল দুপক্ষে,' বলতে লাগল সে, 'কয়েকজন জলদস্যু গুলিও খেল। কিন্তু তাতে দমে যাওয়ার পাত্র নয় তারা। দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজের মাঝি-মাল্লাদের ওপরে, খোলা তরবারি নিয়ে। ভীষণ লড়াই শেষে জাহাজ দখল করে নিল জলদস্যুরা। তবে এক স্প্যানিশ ভদ্রলোক বীরের মতো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তার



জলদস্যুরা তাদেরকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়

তরবারির আঘাতে জলদস্যুদের সর্দারের মুখে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।'

'বন্দি মাঝি-মাল্লাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল?' জানতে চাইল পিচি প ।

'জলদস্যুরা তাদেরকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়,' খ্যাঁক খ্যাঁক হাসল আগন্তুক।

তবে তার কথা শুনে অন্য কেউ হাসল না। পিনপতন নীরবতা নেমে এল ঘরে। তারা লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখছে গভীর কাটা দাগটা। সবারই কেমন ছমছম করে উঠল গা।

একচোখা সেনা কর্মকর্তা সব সময়ই আগন্তুককে এক হাত দেখে নিতে চাইতেন। তিনি এবার ক্যাপ্টেন কিডের গল্প শুরু করে দিলেন।

'প্রচুর ধনরত্ন লুটে নেওয়ার পরে,' উপসংহার টানলেন তিনি, 'তারা চলে এল হাডসন নদী বেয়ে এ দ্বীপে। গুপ্তধন পুঁতে রাখল এ দ্বীপেরই কোথাও।'

'কখনও না!' প্রতিবাদ করল আগন্তুক, 'কিড কখনও হাডসন নদী বেয়ে এ অঞ্চলে এসে গুপ্তধন লুকোয় নি।'

'অবশ্যই লুকিয়েছে!' জেদি গলায় বললেন সেনা অফিসার।

'আপনি কী করে জানেন?' চ্যালেঞ্জের সুর আগন্তুকের গলায়।

'ক্যাপ্টেন কিড যখন জলদস্যুতা করে বেড়াচ্ছে ওই সময় আমি লন্ডনে,' বললেন অফিসার, 'আমি তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখেছি।'

'ওরা ক্যাপ্টেন কিডকে নয়, ঝুলিয়েছিল সাগরে জীবনে যায় নি এমন এক লোককে,' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল আগন্তুকের কণ্ঠে।

অফিসার আর কিছু বললেন না, শুধু বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আগন্তুকের দিকে।

'আমি এ ব্যাপারে অন্তত একমত যে,' বলল পিচি প, 'ক্যাপ্টেন কিড কোনো গুপ্তধন লুকোয় নি এ অঞ্চলে। তবে ম্যানহাটান দ্বীপের ছোট ছোট খাঁড়িতে অনেক জলদস্যুই তাদের লুটের মাল লুকিয়ে রেখেছে।'

কথা শেষ করতে পারল না পিচি প, প্রচণ্ড এক শব্দে চমকে গেল। আগন্তুক দড়াম করে ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে টেবিলে।

'থামুন!' ধমকে উঠল সে, 'যা জানেন না তা নিয়ে কথা বলতে আসবেন না। আর জলদস্যুদের গুপ্তধন খোঁজার চিন্তা মাথায় থাকলে বাদ দিন। ঝামেলায় পড়ে যাবেন।'



আগন্তুক দড়াম করে ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে টেবিলে

পিচি প আর কিছু বলল না। আগন্তুকের রুদ্রমূর্তি দেখে ঘরের অন্যরাও চুপ হয়ে গেছে। লোকটা তার স্প্যানিশ ঘড়ির দিকে তাকাল একবার, তারপর চেয়ার ছেড়ে সোজা হলো, চলে গেল নিজের ঘরে।

জলদস্যুদের গল্প গভীর মনোযোগে শুনছিল উলফার্ট ওয়েবার। সবগুলো


জলদস্যুদের গুপ্তধন খোঁজার চিন্তা মাথায় থাকলে বাদ দিন

গল্পেই সোনার বার আর হীরে-জহরতের ছড়াছড়ি। আর ওই আগন্তুক লোকটা জলদস্যু না হয়ে যায় না, মনে মনে ভাবল ওয়েবার। গুপ্তধন সত্যি আছে কী নেই, তা তাকে জানতেই হবে।

চার

রহস্যময় লোকটা নিজের ঘরে যাওয়ার পরে সরাইখানার সবাই পিচি প কে ধরে বসল তার গল্পটা শেষ করার জন্যে। বাইরে ঝড় শুরু হয়েছে। ঘন ঘন চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। কানফাটানো শব্দে দূরে কোথাও বাজ পড়ল। প্রবল বৃষ্টিতে এ মুহূর্তে বাড়ি ফেরার শখ নেই কারও। ঝড়-বাদলা কমলে বাড়ির পথ ধরা যাবে। সময় কাটাতে রোমহর্ষক গল্প শোনার তুলনা নেই।

'তোমরা বুড়ো স্যামকে তো চেনই,' শুরু করল পিচি প, 'কৃষ্ণাঙ্গ লোকটা গত পঞ্চাশ বছর ধরে এ দ্বীপে মাছ ধরছে। এক সন্ধ্যায়, তখন সে তাগড়া জোয়ান, হেল গেটের কাছে গেল মাছ ধরতে।'

স্যাম মাছ ধরতে এমন ব্যস্ত ছিল, লক্ষই করে নি জোয়ার এসেছে। ওই জায়গাটিতে স্রোত ভয়ানক, ঘূর্ণির মতো পাক খায় জল। ভাটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল স্যাম। স্রোত ঠেঙিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে না।

রাত ঘনাল। পশ্চিম থেকে ধেয়ে এল ভয়ানক ঝড়। স্যাম ম্যানহাটানের তীরে, একটা খাঁড়িতে ঢুকে পড়ল নৌকা নিয়ে। নৌকা বাঁধল একটা গাছের নিচে। পাতার ঘন ঝাড়ের নিচে চুপচাপ বসে রইল ঝড় কমার অপেক্ষায়। ওদিকে বাতাসের বেগ বাড়ছেই। আকাশের বুক চিরে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। নৌকার পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়ল স্যাম। একটু পরে ঘুমিয়ে গেল।

ঘুম ভেঙে স্যাম দেখে থেমে গেছে ঝড়। প্রকৃতি শান্ত। রাত তখন গভীর। নৌকার রশি খুলতে গেছে স্যাম, জলের বুকে ঝিলিক দিল একটা আলোর রেখা। একটা নৌকার গলুইতে লণ্ঠন জ্বলছে।

'এটাই সেই জায়গা,' বলল একটি কণ্ঠ, 'এই সেই লোহার আংটা।'

স্যামের কাছাকাছি, ছোট্ট খাঁড়িতে বাঁধা হলো ওই নৌকাটি। প্রচণ্ড ভারী কিছু একটা ধরাধরি করে নৌকা থেকে নামিয়ে আনল চোয়াড়ে চেহারার পাঁচ জন লোক। এদের কারও কারও কোমরে পিস্তল এবং ছুরি ঝুলছে।



পাতার ঘন ঝাড়ের নিচে চুপচাপ বসে রইল ঝড় কমার অপেক্ষায়

কাঁধের ভারী জিনিসটা নিয়ে তারা ঢুকে পড়ল একটা ঝোপে।

কৌতূহলী স্যাম হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এল নৌকা থেকে, উঠে পড়ল একটা পাহাড়চুড়োয়। লোকগুলো ওদিকেই যাচ্ছিল।



ভারী কিছু একটা ধরাধরি করে নৌকা থেকে নামিয়ে আনল ওরা

'কোদাল এনেছ?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'এনেছি,' জবাব দিল অপরজন, 'খুব গভীর করে মাটি খুঁড়তে হবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে এখানে কিছু লুকিয়েছি।'

স্যামের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা জলের স্রোত নামল। এরা নিশ্চয়ই খুনি। লাশ কবর দিতে এসেছে। ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেলেও স্যামের কৌতূহলপ্রিয় মন রহস্য-রোমাঞ্চও খুব ভালোবাসে। তাই নৌকায় ফিরে যাওয়ার বদলে সিদ্ধান্ত নিল লোকগুলো কী করে দেখবে। সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোল সে সামনে, নিঃশব্দে। বড় একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপরে উঠে এল। সতর্কতার সাথে উঁচু করল মাথা। তাকাল নিচে। চাঁইটার নিচে মাটি খুঁড়েছে লোকগুলো। সামান্য শব্দ হলেই ওরা মাথা তুলে চাইবে। দেখে ফেলবে স্যামকে। ভয়ে জমে গেল স্যাম। পাথরের মূর্তি হয়ে বসে রইল চাঁইয়ের ওপরে।

এদিকে কবরে মাটি ফেলা প্রায় শেষ করে এনেছে লোকগুলো। মাটির ওপরে চাপিয়ে দিল ঘাসের চাপড়া, তার ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখল ডালপালা। বোঝার জো রইল না এখানে খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে।

'স্বয়ং শয়তানও এ জায়গা খুঁজে পাবে না,' মন্তব্য করল একজন।

'খুনের দল!' অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠল স্যাম।

ঝট্ করে একযোগে মুখ তুলে চাইল লোকগুলো। চাঁইয়ের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে ওদেরকে দেখছে এক লোক, লক্ষ করল ওরা।

'ধর ব্যাটাকে!' হুংকার ছাড়ল একজন।

পিস্তলের ঘোড়া টানার শব্দ শুনতে পেল স্যাম, ততক্ষণে সে দৌড়াতে শুরু করেছে। জানবাজি রেখে ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে ছুটল সে। পেছনে পায়ের শব্দ। খুনিরা তাড়া করে আসছে।

একটা পাহাড়চুড়োয় চলে এল স্যাম ছুটতে ছুটতে। চুড়োর মাথাটা ঝুলে আছে খাঁড়ির ওপরে, এখানেই নৌকোটা রেখে গেছিল সে। সামনে আর এগোবার পথ নেই। এক পা বাড়ালেই সোজা ঝপাৎ খাঁড়িতে। এক লোক দেখে ফেলল ওকে। লক্ষ্য স্থির করল পিস্তল তুলে। গুলি করল।



ধর ব্যাটাকে!

স্যামের মাথার পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল গুলি। স্যাম চালাকি করে মরণ-আর্তনাদ করে উঠল, পড়ে গেল কাত হয়ে; যেন গুলি খেয়েছে। হাতের জোর ধাক্কায় বড় একটা পাথরের চাঁই গড়িয়ে দিল চুড়ো থেকে। খাঁড়িতে পড়ল ওটা বিকট শব্দে।



খুনিরা তাড়া করে আসছে

'ব্যাটা পানিতে পড়ে গেছে,' স্যাম শুনল তাকে গুলি করা লোকটা বলছে তার বন্ধুদেরকে, 'মাছের খোরাক হবে।'

স্যাম চুপিসারে নেমে এল খাঁড়িতে, তারপর সোজা নিজের নৌকায়। নৌকার রশি খুলে ফেলল। স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। যদিও

কিছুক্ষণ আগে স্রোতে নৌকা চালাতে ভয় পাচ্ছিল স্যাম। কিন্তু জানের মায়া বড় মায়া। স্রোত যেখানে খুশি নিয়ে যাক তাকে, প্রাণে তো বাঁচবে। উজান-স্রোত স্যামকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে গেল। তবে পরিশ্রম হলেও ঘরে ফিরল সে নিরাপদেই।

বিরতি দিল পিচি প। মদের গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াল।

'তোমার গল্প শেষ?' জিজ্ঞেস করলেন একচোখো অফিসার, 'ওরা গর্তে কী লুকিয়েছে দেখতে যায় নি স্যাম?'

'গল্প এখানেই শেষ। না, স্যাম আর ওখানে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে নি। লাশ দেখতে কে-ই বা যায়?'

'ওটা যে লাশই ছিল এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?' প্রশ্ন করল উলফার্ট। সে ধরে নিয়েছে লোকগুলো সিন্দুকভর্তি সোনা লুকিয়েছে আসলে।

'আমি নিশ্চিত।' জবাব দিল পিচি প, 'ওখানে ভুতুড়ে একটা মূর্তি দেখেছে অনেকেই। লাশটার প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই।'

'যত্তোসব গাঁজাখুরি গপপো,' ঠোঁট ওল্টালেন সেনা কর্মকর্তা।

'আপনি যা খুশি মনে করতে পারেন,' বলল পিচি প, 'তবে যা ঘটেছিল তাই বললাম।'

উলফার্ট আর কিছু বলল না। তার মাথায় তখন সিন্দুকভর্তি সোনা ঘুরছে। তার বিশ্বাস জলদস্যুরা ওখানে গুপ্তধন লুকোতে গিয়েছিল। কীভাবে জায়গাটার খোঁজ পাওয়া যায় তা নিয়ে ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে তার মস্তিষ্কে। জায়গাটার সন্ধান পেলেই হলো, মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন উদ্ধার করতে কতক্ষণ? ব্যস, ধনী হয়ে যাবে উলফার্ট।

বাইরে ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি কমে এসেছে। লোকজন উঠি উঠি করছে, এমন সময় চমকে উঠল গাদাবন্দুকের শব্দে। সবাই ছুটে গেল জানালার কাছে। নদীর ধার থেকে ভেসে এল কারও আর্তচিৎকার। তারপর আবার গুলির আওয়াজ।

এর অর্থ কী?



তার মাথায় তখন সিন্দুকভর্তি সোনা ঘুরছে

পাঁচ

'এই! ওখানে কে!' দোতলার ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল রহস্যময় নাবিক। খুলে ফেলল জানালা। নিচতলা থেকে তার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।



চমকে উঠল গাদাবন্দুকের শব্দে

জবাব দিল কেউ। মনে হলো নদী থেকে যেন প্রত্যুত্তরটা বাতাসে ভেসে এসেছে। তবে বিদ্যুতের আলোয় কাউকে দেখা গেল না।

দুড়ুম করে বিকট একটা শব্দ হলো মাথার ওপরে। আসবাব টেনে সরাচ্ছে কেউ। নাবিক ডাক দিল এক ভৃত্যকে। তাকে সাহায্য করতে বলছে।



ভৃত্য এবং সে মিলে বয়ে আনছে বড় একটা সিন্দুক

কয়েক মিনিট পরে নিচতলায় চলে এল নাবিক। ভৃত্য এবং সে মিলে বয়ে আনছে বড় একটি সিন্দুক। এ ধরনের সিন্দুক জাহাজে থাকে। সরাইর মালিক নাবিককে দেখে অবাক, 'এমন ঝড়-বাদলার দিনে কোথায় চললেন?'

'ঝড়?' নাক সিঁটকাল নাবিক, 'সামান্য বাতাস দিচ্ছে আর বৃষ্টি হচ্ছে, একে বলছেন ঝড়?'

'ভিজে কাক হয়ে যাবেন। শেষে ঠাণ্ডায় অসুখ বাঁধিয়ে মরবেন,' মন্তব্য করল পিচি প।

'ঝড়-ঝঞ্ঝা যার নিত্য সাথী সে এসবে ডরায় না,' বলল নাবিক।

নদী থেকে আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠ। নাবিক তার ভৃত্যকে নিয়ে সিন্দুক ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়ল সরাই ছেড়ে, এগোল নদীর দিকে।

এমন ঝড়ের রাতে লোকটা সত্যি বেরিয়ে পড়েছে, দেখেও নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। সরাইর লোকেরা লণ্ঠন হাতে তার পেছন পেছন চলল।

'আলো নিভিয়ে ফেলুন!' কর্কশ গলায় ধমক এল নদীর তীর থেকে। এখানে আলোর কোনো প্রয়োজন নেই।'

'বাজ পড়ছে!' চেঁচিয়ে উঠল নাবিক, 'সবাই সরাইখানায় ফিরে যান। আমার পিছু নিয়েছেন কেন?'

উলফার্ট তার সঙ্গীদের নিয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক কদম। কী হচ্ছে দেখার কৌতূহলে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। ঝলসে ওঠা বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেল একটা নৌকা ভাসছে নদীতে। তাতে কয়েকজন লোক। প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে নৌকাটা যেন ডুবে যাচ্ছে, পরক্ষণেই ভেসে উঠছে। কাঠের লম্বা লগি দিয়ে তীরে নৌকা ঠেকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে তারা।

নাবিক প্রকাণ্ড সিন্দুকের একটা প্রান্ত নৌকার ওপরে রাখল, হাতল ধরে ওটাকে তোলার চেষ্টা করল। ঠিক তখন বিরাট এক ঢেউয়ের ধাক্কায় তীর থেকে পিছলে সরে গেল নৌকা। ছলাৎ শব্দে নদীতে পড়ে গেল সিন্দুক, নাবিককে সহ টেনে নিয়ে চলল প্রবল স্রোত। চোখের পলকে যেন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল নাবিক। 'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল তীরের লোকজন। স্রোত নৌকাটাকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছে।



সবাই সরাইখানায় ফিরে যান

কে যেন 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে আর্তনাদ করল। শুনতে পেল উলফার্ট। এমন সময় চমকে উঠল বিদ্যুৎ। আলোতে দেখা গেল যে জায়গায় সিন্দুকসহ ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল নাবিক, সেখানে কেউ নেই,



বিরাট এক ঢেউয়ের ধাক্কায় তীর থেকে পিছলে সরে গেল নৌকা

নৌকাটিও অদৃশ্য। শুধু পাথরের গায়ে সগর্জনে আছড়ে পড়ছে ঢেউয়ের পর ঢেউ।

ওরা ফিরে এল সরাইখানায়, একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে উত্তেজনায় কাঁপছে সবাই।

'যাকগে, লোকটা আগেই ঘরভাড়া শোধ করেছে,' সব শুনে মন্তব্য করল সরাইঅলা।

'নাবিকটি এক ঝড়ের দিনে এসেছিল আবার ঝড়ের দিনেই চলে গেল,' আনমনে মন্তব্য করল পিচি প। 'কেউ জানে না কোত্থেকে আগমন তার, আর কোথায়-ই বা তার গন্তব্য।'

ঝড়ের উন্মত্ততা থামল আরও অনেকক্ষণ পরে। ততক্ষণে প্রায় মাঝরাত হয়ে গেছে। এবারে যে যার বাড়ির পথ ধরল। প্রত্যেকেই ভয়ে ভয়ে একবার তাকাল নদীর দিকে। উলফার্টের ক্ষীণ আশা ছিল লোকটাকে দেখতে পাবে সিন্দুকের ওপরে শুয়ে ভাসছে নদীর বুকে। কিন্তু পূরণ হলো না সে আশা।

বুড়ো স্যামের কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে তার। গল্পটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে উলফার্ট। নৌকার আরোহীরা খুনি নয়, জলদস্যু ছিল। তারা গুপ্তধন লুকিয়ে রাখতে গিয়েছিল। নিজেকে এই বলে আশান্বিত করল যে, ওগুলো কোথাও পড়ে আছে তুলে নেওয়ার অপেক্ষায়।

দীর্ঘদিন ধরে গুপ্তধন পাওয়ার স্বপ্ন দেখে আসছে উলফার্ট। কীভাবে গুপ্তধন পাবে সে বুদ্ধিও বের করে ফেলল। বুড়ো স্যামের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সে-ই উলফার্টকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে আসল জায়গায়। তারপর মাটি খুঁড়ে সোনার বার তুলবে উলফার্ট। বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে খেতে পারবে।

আর তর সইল না উলফার্টের। পরদিনই গেল বুড়ো স্যামের কাছে।

'তোমার জন্মেরও আগে এ অঞ্চলে নদ-নদীতে আমি মাছ ধরে বেরিয়েছি,' বুড়ো স্যাম জানাল উলফার্টকে, 'তুমি যে ঘটনার কথা বলছ তা ঘটেছে বহুকাল আগে।'

ম্যানহাটানের শেষ প্রান্তে বাস করে স্যাম। কাছেই পুরনো একটা দুর্গ আছে। ওখানে নদীতে ভেসে আসা কাঠের গুঁড়ি আর তক্তা তুলে এনে তা দিয়ে ছোট একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছে সে।



উলফার্ট গেল বুড়ো স্যামের কাছে

উলফার্ট স্যামকে সে রাতের গল্প বলতে বলল যে রাতে বুড়ো কতগুলো লোককে একটা বাক্স মাটি চাপা দিতে দেখেছিল।

'লোকগুলো সে রাতে যে জিনিস মাটিচাপা দিয়েছে তা কি কেউ এতদিনে খুঁড়ে বের করে নেয় নি?' জিজ্ঞেস করল উলফার্ট।


উলফার্ট স্যামকে সে রাতের গল্প বলতে বললো

'তা বলতে পারব না,' জবাব দিল বুড়ো স্যাম, 'অনেককে ওদিকে ঘুর ঘুর করতে দেখেছি। পাগল কিসিমের কিছু লোক মাছ ধরা বাদ দিয়ে সোনার খনি আবিষ্কারের নেশায় নেমে পড়েছিল। ফুঃ!'

স্যামের মাথার সমস্ত চুল পেকে গেছে। উলফার্ট লোভ দেখাল স্যাম যদি

তাকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারে, তাহলে বুড়োকে ভালো বকশিস দেবে। সেই জায়গা মানে যেখানে স্যাম লোকগুলোকে কবর খুঁড়তে দেখেছে।

বকশিসের কথা শুনে সাথে সাথে রাজি স্যাম।

'তবে এখনই যাওয়া যাবে না,' জানাল স্যাম, 'এখন স্রোতের টান খুব বেশি।'

'নৌকায় চড়ব না। হেঁটে যাব,' বলল উলফার্ট। সোনার জন্যে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে আছে সে। এক মিনিটও দেরি করতে চায় না।

ম্যানহাটানের পূর্ব উপকূল ধরে মাইল পাঁচেক হাঁটল ওরা।

ঝাড় আর কাঁটাঝোপ পার হয়ে একটা ভাঙা বাড়ির সামনে এসে যাত্রা বিরতি দিল। ওটাকে বাড়ি না বলাই ভালো। কারণ পাথরকুঁচির একটা স্তূপ আর একজোড়া চিমনি ছাড়া আর কোনো অস্তিত্বই নেই ওটার।

'ওরা বোধহয় এই ভুতুড়ে বাড়িটার কথাই বলেছিল,' ভাবল উলফার্ট।

আবার যাত্রা শুরু হলো। নদীর ধার ঘেঁষে হাঁটছে দুজনে।

স্যাম হাত তুলে একটা খাঁড়ি দেখাল। ওখানে লোকগুলো নৌকা নিয়ে ঢুকেছিল। পাথরের গায়ে এখনও গেঁথে রয়েছে লোহার একটা আংটা। তার ওপরে তিনটে ছোট ক্রুশ।

এবার কবরের সন্ধানে নেমে পড়ল ওরা। সিন্দুক রাখার দিন স্যাম রাতে এখানে এলেও কোথায় কবর খোড়া হচ্ছে তা লক্ষ করার চেয়ে লোকগুলো কী করছে তা দেখার প্রতি বেশি আগ্রহ ছিল। তাই সহসা সে সিন্দুক রাখার স্থানটি নির্দেশ করতে পারল না। শেষে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল স্যাম। উলফার্ট চেঁচিয়ে উঠল, ওই দেখো, এখানেও তিনটে ক্রুশ আছে। আগেরগুলোর মতো। এগুলো বোধহয় কোনো সংকেত। এদিকে ঠিক কোন জায়গায় কবর খোঁড়া হয়েছিল, বলো তো?'

'ঠিক মনে পড়ছে না,' বলল স্যাম, 'সম্ভবত ওই ওদিকে। তুঁত গাছের ঝোপটার ধারে হতে পারে, টিলাটার কাছে হওয়াও বিচিত্র নয়।'



'এখন আর খোঁড়াখুঁড়ি করা যাবে না,' বলল উলফার্ট, 'কারণ কোদাল বা বেলচা কিছুই সাথে আনি নি। আবার আসব এখানে। তখন খুঁড়ব।'

বাড়ির পথ ধরল দুজনে। পুরনো একটা খামারবাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তারা, একটা শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরে দেখল এক লোক, কাঁধে একটা বস্তা নিয়ে পোড়াবাড়িটার দিকে যাচ্ছে।



এক লোক, কাঁধে একটা বস্তা নিয়ে পোড়োবাড়িটার দিকে যাচ্ছে

'আরে!' দারুণ অবাক উলফার্ট, 'এতো সরাইখানার সেই নাবিক। এ লোক না নদীতে ডুবে মরেছে!'

উলফার্টের গলা শুনতে পেয়েছে নাবিক। ঘুরল। মুঠো পাকিয়ে ঘুসি দেখাল। ভয় পেয়ে গেল উলফার্ট। স্যামকে নিয়ে ভোঁ দৌড় দিল।


ডা. কিপারকে ডেকে নিয়ে এল উলফার্টের স্ত্রী

ঝোপঝাড় পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে উঠে এল রাস্তায়।

নাবিককে দেখে এমন ভয় পেয়েছে উলফার্ট যে, তৎক্ষণাৎ গুপ্তধনের সন্ধানে যাবার ইচ্ছে উবে গেল মন থেকে। কিন্তু সোনার লোভ বড় লোভ। রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সোনার স্বপ্ন দেখল সে, সেই সাথে নাবিকের



ডা. কিপার নিজেও গুপ্তধন পেয়ে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখছেন

ভূত তাড়া করে ফিরল তাকে। দিনের বেলা একা একা কথা বলে উলফার্ট। স্বামীকে জিনে ধরেছে ভেবে ম্যানহাটান থেকে ডা. কিপারকে ডেকে নিয়ে এল উলফার্টের স্ত্রী। ডাক্তার কিপার জিন-ভূত তাড়াতে ওস্তাদ। ভূতের ওঝা বলা যায় তাকে।

'বেশ কিছুদিন ধরে ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি, ডাক্তার,' বলল উলফার্টের বউ, 'আপন মনে কীসব বিড়বিড় করে। কারও সাথে কথা কয় না। দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়ছে আমার স্বামী। কী করি বলুন তো?'

ডা. কিপার মনোযোগ দিয়ে শুনলেন উলফার্টের অদ্ভুত আচরণের কথা। উলফার্ট সোনার খোঁজ করছে শুনে আরও আগ্রহ বোধ করলেন তিনি রোগীর ব্যাপারে।

কেউ জানে না ডা. কিপার নিজেও গুপ্তধন পেয়ে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখছেন। কাজেই উলফার্টকে সুস্থ করবেন কি, নিজেই সোনা পাবার স্বপ্নে নতুন করে বিভোর হয়ে গেলেন। উলফার্টের রোগ ধরে বসল তাঁকেও।

'ওখানে টাকাপয়সা লুকানো আছে, এ ব্যাপারে তোমার মতো আমিও নিশ্চিত,' ডাক্তার বললেন উলফার্টকে, 'তবে সাবধানে এবং গোপনে উদ্ধার করতে হবে সব। এজন্যে তোমার দরকার একটি মন্ত্রপূত ছড়ি।'

'কিন্তু এ জিনিস কোথায় পাব আমি?' জানতে চাইল উলফার্ট।

'আমি জোগাড় করে দেব,' জবাব দিলেন ডাক্তার, 'তোমার যা যা দরকার সব ব্যবস্থা আমি করব।'

শুনে খুব খুশি উলফার্ট। একজন শিক্ষিত মানুষ তাকে গুপ্তধন খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন, এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কী হতে পারে?

উলফার্টের স্ত্রী লক্ষ করল ডাক্তার কিপার আসার পর থেকে তার স্বামীর শরীর-স্বাস্থ্য ভালোর দিকে যাচ্ছে, পাগলামিও কমেছে। সেও খুব খুশি। কিন্তু সে তো আর জানে না পুরুষ দুজন মিলে বুদ্ধি করেছে গুপ্তধন উদ্ধারে যাবে।

ছয়

'তোমাকে চিন্তায় ফেলতে চাই না বলেই কথাটা জানাচ্ছি,' উলফার্ট বলল তার বউকে, 'আমি কাল সকালে বাড়ি নাও ফিরতে পারি। গুপ্তধনের খোঁজে যাব।'



তিন জনে মিলে নৌকা নিয়ে ভেসে পড়ল নদীতে

আবার চিন্তায় পড়ে গেল বউ। সে এবং এমি অনুনয় করল তাকে না যেতে। কিন্তু উলফার্ট গোঁ ধরে রইল। যাবেই। সন্ধ্যার পরপর আকাশে তারা ফোটার সাথে সাথে বেরিয়ে পড়ল সে। ডা. কিপার এবং বুড়ো স্যাম তার জন্যে অপেক্ষা করছিল নদীর ধারে। তিন জনে মিলে নৌকা নিয়ে

ভেসে পড়ল নদীতে।

'একটা শব্দ শুনলাম যেন!' হঠাৎ বলে উঠল উলফার্ট।

'কিসের শব্দ?' পাল্টা প্রশ্ন ডাক্তারের।

'মনে হলো কেউ নৌকা নিয়ে আমাদের পিছু পিছু আসছে,' জবাব দিল উলফার্ট, 'বৈঠার শব্দ শুনেছি।'

কান পাতল অপর দুজন। ঠিকই শুনেছে উলফার্ট। বৈঠার শব্দই হচ্ছে। কেউ নৌকায় পিছু নিয়েছে ওদের। স্যামের বৈঠা বাইবার গতি দ্রুত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে পেছনে বৈঠার শব্দ আর শোনা গেল না।

খাঁড়িতে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। স্যাম নৌকা বাঁধল লোহার আংটার সাথে। বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে তীরে উঠে এল ওরা। উত্তেজিত ও ভীত হয়ে আছে বলেই সামান্য শব্দেও চমকে উঠতে লাগল।

'এটাই সেই জায়গা,' বলল উলফার্ট, 'ওই সেই তিন ক্রুশ।'

লণ্ঠন উঁচু করে ধরল উলফার্ট, ডাক্তার তার স্বর্গীয় ছড়ি বাগিয়ে হাঁটতে লাগলেন। এটা আসলে আঁকশির মতো একটা ডাল ছাড়া কিছু নয়। প্রথমে কিছুই ঘটল না। তারপর জাদুর মতো ডাক্তারের হাতের মধ্যে ঘুরতে লাগল ছড়িটি। শেষে হাত থেকে পিছলে পড়ে গেল মাটিতে।

'এটাই সেই জায়গা!' ফিসফিসে গলায় বললেন ডা. কিপার।

'খুঁড়ব?' অধীর আগ্রহ উলফার্টের কণ্ঠে।

'না। এখুনি নয়! আগে এ জায়গা থেকে মন্দ আত্মা দূর করি।'

ডাক্তার একটা বৃত্ত এঁকে অপর দুজনকে দাঁড়াতে বললেন ওটার ভেতরে। তারপর খড়কুটো জোগাড় করে আগুন জ্বালালেন। পোড়া লতাপাতার ধোঁয়া নাকে ঢুকতে বেজায় হাঁচি পেতে লাগল উলফার্টের। ডাক্তার একটা বই খুলে কী সব ওংবংচং মন্ত্র পড়লেন। তারপর অনুমতি দিলেন খনন কাজ শুরু করার।

বেলচা নিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে গেল স্যাম। অনেকক্ষণ ধরে সে বালু আর গুঁড়ি পাথর তুলে ছুঁড়ে ফেলল গর্ত থেকে। উলফার্ট হাতে লণ্ঠন নিয়ে উবু



এটাই সেই জায়গা!

হয়ে বসেছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গর্তের দিকে। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে এখুনি ঝলমলে কিছু একটা ঝিলিক দেবে চোখে।

কিন্তু কিছুই ঝিলিক মারল না। ক্লান্তিহীন খোঁড়াখুঁড়ি চলল। গভীর থেকে গভীরতর হলো রাত। পাথর ছাড়া কিছুই উঠল না গর্ত থেকে।



ঠন্ করে একটা শব্দ হলো

এমন সময় ঠন্ করে একটা শব্দ হলো। ধাতব কিছুতে বাড়ি খেয়েছে বেলচা।

'একটা সিন্দুক!' ঘোষণা করল বুড়ো স্যাম।

'সোনার সিন্দুক!' সোল্লাসে চেঁচাল উলফার্ট। খুশিতে জ্বলজ্বল করছে চেহারা।

ঠিক তখন মাথার ওপরে একটা শব্দ হতে মুখ তুলে চাইল উলফার্ট। পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে ভয়ংকর একটা মুখ! মুখটাতে কাটা, বীভৎস দাগ। সেই রহস্যময় নাবিক। যে কিনা জলে ডুবে মরেছে!

ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল উলফার্ট। কাঁপুনির চোটে হাত থেকে পড়ে গেল লণ্ঠন। নিভে গেল। অন্ধকারে ভয়ে আধমরা তিন জন তিন দিকে ছুটল। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে, কাঁটার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ছুটছে উলফার্ট। পেছনে পায়ের শব্দ। কেউ তাড়া করেছে তাকে। দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল উলফার্ট। ছুটতে ছুটতে একটা পাহাড়চুড়োয় উঠে এল সে। নিচে খলবলে জলরাশি নিয়ে ছুটে চলেছে কালো নদী। একটা হাত চেপে ধরল উলফার্টকে। ঘুরল উলফার্ট। কঠিন মুঠোর কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে লাগল। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না লোকটা কে।

হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল আরেকজন, চেপে ধরল উলফার্টের অনুসরণকারীকে। এবার ওই দুজনে লেগে গেল মল্লযুদ্ধ। উলফার্ট পালাতে পারছে না। এক পা এগোলেই নিচে নদীতে গিয়ে পড়তে হবে।

দুই লড়াকুর একজন অপরজনকে প্রচণ্ড এক লাথি কষাল। লাথি খেয়ে তাল হারিয়ে ফেলল দ্বিতীয় জন। ডিগবাজি খেয়ে ঝপাং করে পড়ে গেল নদীতে। এবার প্রথম জন পা বাড়াল উলফার্টের দিকে। চেহারা দেখতে পাচ্ছে না উলফার্ট শুধু কালো একটা অবয়ব ছাড়া। লোকটার হাত থেকে পালাবার উপায় নেই।

'কাছে এসো না!' চেঁচিয়ে উঠল উলফার্ট। খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

পর মুহূর্তে হাত পিছলে গেল উলফার্টের। পাথরের গায়ে ডিগবাজি খেয়ে গড়াতে লাগল, শেষে একটা ঝোপের ওপরে পড়ল এবং জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরে উলফার্ট দেখে ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত পূর্বাকাশ। সে



নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে লাগল

নৌকার পাটাতনে শুয়ে আছে। সমস্ত শরীর ব্যথায় টনটন করছে। নড়াচড়ার জো পর্যন্ত নেই।

'চুপচাপ শুয়ে থাকুন, মিস্টার ওয়েবার', বলল একটা কণ্ঠ।



চুপচাপ শুয়ে থাকুন, মিস্টার ওয়েবার

কণ্ঠটা চিনতে পারল উলফার্ট। কথা বলছে তার মেয়ের প্রেমিক, ডার্ক ওয়ালড্রন।

'আপনার স্ত্রী আমাকে বলেছিলেন আপনার পিছু নিতে,' ব্যাখ্যা করল ডার্ক, 'আপনি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে পারেন ভেবে ভয়

ম্যাত। কী বলছেন!



'উইলটা দ্রুত লিখে ফেলুন,' বলল উলফার্ট, 'আমার যাওয়ার ঘণ্টা বেজে গেছে।'

উকিল কাগজ-কলম নিয়ে প্রস্তুত হলেন উইল লেখার জন্যে।



অবশেষে সোনার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে উলফার্ট ওয়েবারের

‘আমি আমার গোটা খামার...,’ দুর্বল, নিস্তেজ গলায় শুরু করল উলফার্ট।

‘খামার মানে আপনার সব্জির খেত বোঝাচ্ছেন, যেখান দিয়ে সরকারি রাস্তা যাবে?’ জিজ্ঞেস করলেন উকিল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল উলফার্ট। পিঠে বালিশ ঠেকিয়ে উঠে বসল।

'ওই জমির মালিক যে হবে সে তো এলাকার সবচেয়ে বড়লোক হয়ে যাবে,' বললেন উকিল।

জ্বলজ্বল করে উঠল উলফার্টের চোখ। 'ধ্যাত। কী বলছেন!'

'সত্যি কথাই বলছি। ওই সব্জি মাঠে দালান উঠবে, মাঠের মালিক তখন অনেক টাকা পাবে।'

'তাই নাকি?' বলল উলফার্ট, 'তাহলে থাক। এখুনি উইল করার দরকার নেই।'

ওই দিন থেকে আশ্চর্য পরিবর্তন শুরু হলো উলফার্টের শরীরে। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল সে। দিনকয়েক বাদে ঘর ছেড়ে বেরোনোর শক্তিও ফিরে পেল। তার সব্জি মাঠে কীভাবে দালানকোঠা তুলবে সে স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠল।

উকিল উইল তৈরি করতে এসে সাত রাজার ধনের সন্ধান দিয়ে গেছে উলফার্টকে। সত্যি সত্যি তার মাঠে বড় বড় দালানকোঠা উঠল, আর উলফার্ট বাঁধাকপির চাষ বাদ দিয়ে ইমারত নির্মাণের ব্যবসায় নেমে পড়ল। দেখতে দেখতে ভাগ্য খুলে গেল তার। দেখা গেল একসময় তার পুরনো খামারবাড়ি ভেঙে ওখানে প্রাসাদোপম একটি বাড়ি উঠে গেছে। আশপাশের কারও বাড়ি বিশালতায় ও আভিজাত্যে এ বাড়ির ধারেকাছেও যায় না। ততদিনে নাতিপুতির দাদু হয়ে গেছে উলফার্ট।

অবশেষে সোনার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে উলফার্ট ওয়েবারের।